



বৈশ্বিক



প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন,  
সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্র নাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ,  
অজিতকুমার দত্ত, প্রণব রায়, স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়  
হেমচন্দ্র বাগচী

বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা

আশ্বিন  
১৩৭৩

প্রতি সংখ্যা ছয় আনা

# কবিতা

## টেক্সটুয়াসিঙ্ক পঞ্জিকা

সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু : প্রেমেন্দ্র নিক

সহকারী সম্পাদক : সমর সেন

বাংলা নৃত্যগত প্রথম বর্ষ

আগস্ট, ১৩৪২—আগস্ট, ১৩৪৩

(২১) (১৯৪৩) ৩৫ ৭/৮

### অঙ্কিত ১-৪

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| ১ নম্বর ১ নম্বর বাণ: | আগস্ট, ১৪ |
| বাণী ২৪৮             | পৌষ, ৩২   |
| হিল—                 | চৈত্র, ১৩ |

### সীমান্ত ১-১১

|               |           |
|---------------|-----------|
| মুদ্রাণ আগস্ট | আগস্ট, ১১ |
| বনলতা সেন     | পৌষ, ১১   |
| কতি বহুত পব   | " ১৩      |
| মুত মাংস      | " ১৪      |
| নাম           | " ১৫      |
| কাদ্যাব রাত   | চৈত্র, ১  |
| আধি বহি হত্য  | " ৪       |
| হাট, চিল—     | " ৬       |
| বন্দ্যমানা    | আগস্ট, ১০ |
| বুনা বাস      | " ১৪      |

### বিভিন্ন ১-১১

|            |           |
|------------|-----------|
| স্বর্গোদয় | আগস্ট, ৩০ |
|------------|-----------|

### পরিষদ ১-১১

|       |           |
|-------|-----------|
| আমোদন | আগস্ট, ৩২ |
|-------|-----------|



## প্রথম দ্বায়

|               |        |    |
|---------------|--------|----|
| আলাপ          | আখির,  | ১৭ |
| প্রবেশ দ্বায় |        |    |
| ভাষালা        | আখির,  | ১  |
| কাল হাত       | চৈত্র, | ১৪ |
| তুঘি এল       | "      | ১৬ |
| নীল দিন       | "      | ১৮ |

## কিঞ্চ দে

|                        |        |    |
|------------------------|--------|----|
| নকশ্ব                  | আখির,  | ২  |
| প্রথম পাঠ              | পৌষ,   | ২৩ |
| বিষয়িকা               | চৈত্র, | ৪৩ |
| বৃদ্ধা, প্রথম ও বহুকাল | আখির,  | ৩৩ |

## বৃদ্ধবয়স বয়

|                           |        |    |
|---------------------------|--------|----|
| চিহ্নের সকাল              | আখির,  | ১  |
| ধূমের গান                 | "      | ৬  |
| বিষ্ণু                    | "      | ৮  |
| কোকিল, ওমে কোকিল          | পৌষ,   | ৮  |
| নবায়নী                   | "      | ১০ |
| নতুন কবিতা (সমালোচনা)     | "      | ৪২ |
| বৃদ্ধবয়সে আর্থনা         | চৈত্র, | ২১ |
| সমুদ্র-আন                 | "      | ২৪ |
| বৃদ্ধবয়সে আর্থনা         | "      | ২৮ |
| স্বপ্ন আন, স্বপ্ন জেও বাব | আখির,  | ১১ |
| এখন বিবেক                 | "      | ১৬ |

মুখ্যনাথ

|                     |         |    |
|---------------------|---------|----|
| খীনাশানি            | চৈত্র,  | ৩৩ |
| পরিণেম              | "       | ৩৪ |
| স্ববীজনাথ ঠাকুর     |         |    |
| হুটি                | পৌষ,    | ১  |
| চিঠি-পত্র           | "       | ৩২ |
| শিবরাম ক্ষেত্রবর্তী |         |    |
| কবিতা               | চৈত্র,  | ৩৫ |
| সকল তর্কচর্চা       |         |    |
| নীলিমাক             | আশ্বিন, | ১৭ |
| সময় সেন            |         |    |

Amor stands upon you. আশ্বিন, ১৮

মুক্তি " ১৯

কৃতি " ২০

শ্রেয় " ২১

বিশ্বস্তি পৌষ, ২২

হৃৎযন্ত্র " ২৩

ইতিহাস " ২৪

শাফা " ২৫

মহানু বেন চৈত্র, ২৬

Lo the fair dead ! " ২৭

চাও অধ্যায় আশ্বিন, ২৮

জাঁতি " ২৯

বিরহ " ৩০

## বাস্তবিক পুস্তিকা

### সমস্ত পুস্তিকা

|           |     |    |
|-----------|-----|----|
| উল্লিখিত  | আমি | ৮  |
| শেষ সমস্ত | "   | ২  |
| একটি মেসে | "   | ১০ |

### দাম্পত্যিকার প্রবন্ধ

|                    |       |    |
|--------------------|-------|----|
| কবিতার প্রবন্ধ     | আমি   | ৩৭ |
| আধুনিকতার মোহ      | পৌর   | ৩০ |
| গল্প ৬৭            | চৈত্র | ৪৪ |
| কিপলিঙ ও হাউসম্যান | আমি   | ৪১ |
| কবিতার পাঠ্য       | "     | ১২ |

### বিশিষ্টনাথ পুস্তিকা

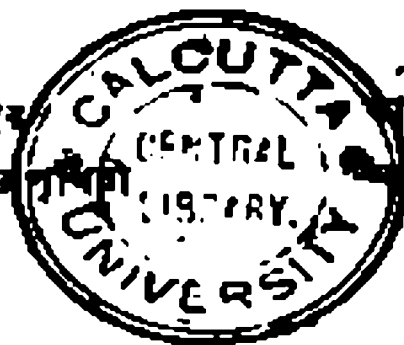
|                               |       |    |
|-------------------------------|-------|----|
| জাগরণ                         | আমি   | ১৮ |
| অন্তিম                        | "     | ২০ |
| শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সনট অবলম্বনে | পৌর   | ১৭ |
| ভাষা                          | চৈত্র | ৩০ |
| প্রতীক                        | আমি   | ২৬ |

### কৃত্তিকেশ্বর উপাখ্যান

|              |     |    |
|--------------|-----|----|
| প্রবন্ধ      | আমি | ২২ |
| কবিতা-সিদ্ধি | পৌর | ১২ |
| পুস্তিকা     | "   | ২০ |
| আলো          | আমি | ২৩ |

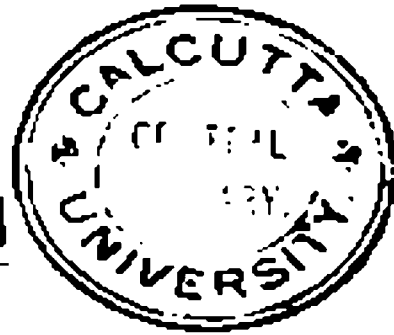
### হেমচন্দ্র বাগচী

|                   |     |    |
|-------------------|-----|----|
| সম্পাদিত পুস্তিকা | আমি | ৩১ |
| সম্পাদিত পুস্তিকা | আমি | ৩২ |





# কবিতা



প্রথম বর্ষ

আষাঢ়, ১৩৪২

প্রথম সংখ্যা

## ভাষাসা

### প্রোফেসর মিত্র

ভাষাসাটা বেচো ফনে,  
ইলেকট্রনের মণীষিকার এই ভাষাসা।  
ফেব্রের বট্টান পাড় কুনেছে পড়ত রোদ;  
আর মাটির তরল নিরে ফিলতে নীল ফিলতে;  
হাতের কুড়ি-তেজা লম্বের,  
পরের খোকলে-খোকলে পাতার আলো! 'আছে জমে',  
নিচের ওপর আছে শিঙলে।  
ভালো লাগল বুঝি,  
ভালো লাগল আকাশের তারা আর বাসের ফুল  
আর তার চোখের সেই দীপ পল্লব  
কন ফেব্রের মত বা মরু-ছায়া বেলে  
অন্তল তার চোখের কুমে !  
কবে দেখেছি অসহায় শিশুর মুখ  
পরের ধারে ;  
কবে, নিসব বিনিত্র রাতে,  
সাক্ষ্যহীন সেই কাহ্ন কেঁদে, আশ্রয় পরাতপে  
তবু ঘোঁরন বা কাঁদতে পারে ;

## কবিতা

ভেনেছ কোনদিন

অতর্কিত বৃষ্টির অসীম অভঙ্গ হতানা,

অর্থহীনতার শুষ্কতা ;—

এ সবই তোমার জাতি শুধু

তোমার মরীচিকা !

বিবাত্য ভাবেন ইলেকট্রনের গণিতে ।

ছায়াপথ ছাড়িয়ে

অসীম আকাশ জুড়ে

নীহারিকা-পুঞ্জ তার অকল্পিত বেলা ।

পথের ধারে

বেড়ার বেড়া বিদেশীনাছ

যেদিন চমকে দেবে হঠাৎ পুন্নিভ আছ্যানে,

আর নাথ হবে বেহীন

তার কালো চুলে দহত চেতনা ঢেকে দিতে

কুলো না সেদিন ইলেকট্রনের এই সন্ধান ।

তুমি তালবান আর কাঁচ

আর নিকটর আকাশে পাঠাও

আস্তার নিকটের জিজ্ঞাসা ;—

বিবাত্য ভাবেন শুধু ইলেকট্রনের গণিতে

নির্ধিকার নিকট অকল্পিত হিসাবে ।

মনে রেখো ইলেকট্রনের সন্ধান ।

## কবিতা

কিছু কেনই বা মনে রাখবো ?

আকাশে বাতুক জটিল বেশ-কাল-জ্ঞানো স্মৃতিভি,  
স্বপ্নের অনন্ত অস্তরের কাটাকাটি ;

আমার দাব

দমক অস্তরের এপিঠে

বিবাহ মন্তীচিকার এই বাস,

বেশ্যর মতে উলঙ্গ

এই মূর্ত্ত-মূর্ত্ত,

অন্ধ, মৃত্যু, প্রেম,

আনন্দ, বেদনা আর নিঃফল এই

আস্তার আবৃত্তি ।

জানি, এ পিঠে নেইক কোনো মানে ।

তবু কি হবে তলিরে মেখে

এই জামালা ?

কবিতা।

## চিহ্নার সকাল

সুজ্যৎসেনা বসু

কী ভালো আহার লাগলো আজ এই সকালবেলায়  
কেমন করে' বলি।

কী নির্ঝল নীল এই আকাশ, কী অসহ্য সুন্দর  
যেন স্তম্ভের কঠোর অবাধ উদ্ভূত ডান  
দিগন্ত থেকে দিগন্তে

কী ভালো আহার লাগলো এই আকাশের নিকে তারিখে ;  
চাষদিক সবুজ পাহাড়ে আঁকাবাঁকা, কুয়াশায় খোঁদোটে,  
বাক্যবানে চিহ্ন উঠছে বিলম্বিত।

তুমি যাচ্ছে এসে, একটু বসলে, তারপর সেলে ওঠিকে,  
ইষ্টনানে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, তা-ই দেখতে।  
গাড়ি চলে' সেলো।—কী ভালো তোমাকে বানি,  
কেমন করে' বলি।

আকাশে দুর্বোধ্য কথা, তাকানো দায় না।  
সোকগুলো একমনে বাস ছিঁড়ছে, কী শান্ত !

—তুমি কি কখনো ভেবেছিলে এই চুম্বের দ্বারে এসে আমরা পাবো  
যা এতদিন পাইনি ।

অসোলি অল তর-তর বস দেখতে, সমস্ত আকাশ  
নীলের ঘোড়ে করে' পড়ছে তার বৃক্কের উপর  
দূর্বোদ চুম্বনে ।—এখানে অল' উচ্চল অসকল ইচ্ছা  
তোমার আর আনার বৃক্কের নদ্রকে ঘিরে  
কখনো কি ভেবেছিলে ?

কাল চিকার নৌকোড বেতে-বেতে আমরা দেখেছিলার  
দুটো প্রজাপতি কত দূর থেকে উড়ে আসছে  
অলের উপর দিয়ে ।—কী দুঃপাহস! তুমি ভেবেছিলে, আর আমার  
কী ভালো ভেবেছিলো

তোমার সেই উচ্চল অসকল হৃৎ । ব্যাধো, ব্যাধো,  
কেমন নীল এই আকাশ ।—আর তোমার চোখে  
কালছে কত আকাশ, কত বৃদ্ধা, কত নতুন জন  
কেমন করে' বলি ।

## সুমেস্বর গান

## সুসুদেব বসু

আমি সুমেস্বরে পারিনে, আমাকে সুম পাড়াও,  
 প্রিয়, প্রিয় আমার, প্রিয়তম।  
 আমার সুম কান্নায় ফুঁপিয়ে ওঠে,  
 বাতায় ছিঁড়ে দাড় সব ফস :  
 কাছে এসে, একবার কাছে এসে, আমাকে জড়াও  
 মনি, মনি আমার, মনিদানো।

আমি ক্লান্ত, তবু সুমেস্বরে পারিনে,  
 প্রিয়, প্রিয় আমার, প্রিয়তম।  
 ক্রান্তিকে টুকরে। করে' তের ধারালো কান্না  
 ব্যাধায় ভেঁঙে দাড় ফুঁপিয়ে :  
 বাড়াও, পিলির-করানো, শান্তি-জড়ানো। তোমার হাত বাড়াও  
 মনি, মনি আমার, মনিদানো।

সুমেস্বরে পারিনে।  
 সুমেস্বর ফোবা বোবা চীৎকার করে' কাঁদি  
 দুপুথ তরে', দীর্ঘ দুপুথ তরে', তোমার নাম ধরে'  
 —প্রিয়, প্রিয় আমার, প্রিয়তম :  
 আর রাজির রথচক্র আমার বুকে ভেঁঙে-ভেঙে ঘিরে গড়িয়ে দাও,  
 রাজির বুক-কাটা সেই কান্না আমারই বুকের বেয়ালে প্রতিফলিত।

পঞ্চম

বিশ্ব দে

১

যদি মোর কাকশিখর বচনায় করে' থাকে কোনো অপরাধ  
রচনার ব্যর্থতায়, প্রিয়া মোর, পল্লবপ্রসঙ্গ তব চোখে,  
যদি মোর রচনায় তব শুভ হৃদয় তব মধুসূদী  
কলাকরে ব্যর্থ হয়, বনহৃদয় তব আশি-ভাষাপাত  
যদি না দিবেই থাকে শিল্পে মোর ঐশ্বর্যের সার্থক প্রদায়,  
যদি মোর কল্পনার মন্দিরের শিল্পের তোরণে বেগে লোকে  
তোমার হাসির দল অস্তিত্ব পতীরতা অনন্ত চাকুরী  
তবু তো বলিবে তারা—এ তো কবু করে কোন্ডে আদিত্যে যশোকে  
বৃত্ত্যের বেগ নি কর । জীবনের উজ্জ্বলে এ প্রেরণে বসিতে ।  
লজ্জা মোর অক্ষমতা, তবু প্রিয়া, তুমি হবে বাহিরের দল অপরাধ  
হানি ওমু অক্ষমতা, তাই, আর তোমায়েই নির্দিষ্ট করিতে ।

২

- উজ্জ্বল হাওয়া লাগেনি কখনো তোমার গারে ।  
পাহাড়ভঙ্গীর দাবদাহ আজো দেখনি চোখে ।  
• সাহায্যের বালি পোড়েনি তো আজো কোমল পায়ে ।  
প্রসারিত পদ পাতনি এ মরলোকে ।  
স্বপ্নবিহীন খর যৌবনে তোমার দিয়া  
হানি তব তাই কুণাই ছড়ালো তুমার, প্রিয়া !



আসবে তো এক সাতের বৈরাগী ববছাড়া কেউ  
—তোমার কলমশাইনের ঘনে কী কানাকানি !  
ঘাটেবাঁধা তব দীর্ঘিষ্ঠে ছলবে সাগরের ঢেউ—  
প্রত্যেকেই হায় তেকে নেবে তাকে হূরের খানী ।  
আসবে একদা কণ্ঠচন্দন, সঙ্গারে তার  
শিলিরে শুকাবে প্রেম তো তোমার পত্রবাহার ।

সময় একদা দাখনি ফুরাবে পথশোধনের—  
এই হলো সার ভাবীকথকের এ নিবেদনের ।

৩

তুমি তো কিরাও দুখ  
চোখে তব নীল নরনারী  
শক্তিত্ব ক্রান্তির দূরত্বাস ।  
তোমার কলমে কানে পাখীর পালক  
কতো পতিতীন অতীতের বসতি  
বিবর ভীতির গায়ে লাস্য ।  
তবু আমি ফল' বাবো কথা  
বারবার উঠে বাবো কলমে তোমার  
পলে পলে কেবো নিমগ্ন  
প্রেম মোর হৃদয়ে যে প্রতীকার প্রতীক্ষিত  
দিনরাত্রি আত্ম চিরজাপা ।

একদা আমারই হবে জয়

বারবার বাতাসের হাতে লেগে লেগে

পুণীকৃত বাতাসের বেলে

কবে' যাবে বিফলতা, মৃত্তি পাবে মানসবলাক।

কবে তোমার প্রি়া আনন্দের নীলে ছতাবে তো পাবা।

মৃত্তি পাবে তব ধীপ্তি চিরে যোর ডবল তমাল

কোনো একদিন একসঙ্গে কোনোকাল ?

১

কঠিন হৃদয়ে ঘন কাকির তার—

চলচকলা! ঠেলে দিলে তুমি যাব।

জীবনানন্দ অনর্থ ক্ষততার

পাখাণে মিলে কি বেগ ?

কর প্রণয় মরণে জীবনশেষ।

হেসে দেখি তব পরতোয়া হলো শেষ

তব নিখর নিরবোধ শূন্য হবে।

২

যদি আমি জন্মাতুম বয় দূরদেশে

তোমাকে পড়তো মনে, নিতুম কি চিনে ?

আনতুম দূরত্ব এ-একিধে কি হেসে ?

তুমিও চিন্তে হেসে পরিচয়ীনে ?

## ভবিষ্যৎ।

ধরো, যদি ভূমি হতে টাহিটির ঘেঘে  
অজান। রহস্যময়ী মহাবর্গলোকে,  
আমি কি বেতুম দ্বীপী প্যানিকিক ঘেঘে ?  
বলতুম হেসে, একি ! চেনা গানে গুণে !  
আমরা যে অতি দ্বীপী সকলেই বলে,  
আমাদের উত্তরের স্রোতের সৌন্দর্য  
সকলের ঘূষে তনি। লোকমুখে চলে  
আমাদের উত্তরের ক্ষয়ভয়নয় ।  
হৃদয়গে গেছে তে। তবে পাখাপাখি মিলি ।  
আমাদের ভালবাসা বিচ্ছেদসু, মিলি ।

## কবিতা

*Amor stands upon you.*

ERAS POUND

সমর সেম

তুমি যেখানেই যাও,  
কোনো চকিত মূর্ত্তের নিশ্চয়তা  
ঘটায় তাকে পাবে  
দুঃখের গভীর, অবিদ্রাম পদক্ষেপ ।

আর, আঘাতে ছেঁড়ে তুমি কোথায় যাবে ?  
তুমি যেখানেই যাও—  
আকাশের মহানুভব হ'তে ধূনিটারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি  
লেটার স্তম্ভ বুকে পড়বে ।

## মুক্তি

সময় সময়

বিধি পড়ি যতো অঙ্ককার এলো—  
তখন পশ্চিমের অলস আকাশ রক্তকরবীর মতো লাল :  
সে অঙ্ককার মাটিতে আনলো কেউকীর গন্ধ,  
রায়ের অলস বস  
একে হিলো করে চোখে,  
সে অঙ্ককার জেলে গিলে কাহনার কল্পিত শিখা  
সুমারীর কমনীর দেহে ।

কেউকীর গন্ধে হ্রস্ব,  
এই অঙ্ককার আশাকে কি করে' ধোবে ?  
পাহাড়ের ধূসর শুভ্রতার পাশে আমি,  
আমার অঙ্ককারে আমি  
নির্জন বীশের মতো হ্রস্ব, নিসব ।

## কবিতা

### শ্মৃতি

### সময় সেন্স

আমার যত্নে গালি তোমার ঘর বাজে ।  
কতখান, কত পথ পার হ'য়ে এলাম,  
পার হ'য়ে এলাম  
যত্ন কত মুহূর্তের দীর্ঘ অবসর ;  
শ্মিতির বিপক্ষে মেয়ে এলো গভীর অন্ধকার,  
আর এলোমেলা,  
কুলে বাগদার হাওয়া এলো ধূসর পথ বেয়ে :  
কতখান, কত পথ পার হ'য়ে এলাম, কত মুহূর্ত,  
আর হ'য়ে এলো অগণিত কত প্রহরের ক্রন্দন,  
তবু আমার যত্নে গালি তোমার ঘর বাজে ।

কবিতা।

প্ৰথম

সময়ৰ সৈন্য

বিবাক্ত মানুহৰ ক্ষতো আঘাত যন্তে  
তোমাকে পাবাৰ বাসিনা ।

আৰু মাকে-মায়ে আকাশে হালুৎ বহেৰে অস্থিত চাঁদ তৰি,  
চকল বসন্ত ঝাঁপে গাছেৰে পাত্ৰাৰে,  
আৰু অভকাবে লাল ঝাঁকৰেৰে পদ  
পড়ে' দাকে অলস বস্ত্ৰেৰে ক্ষতো ।

সময় দিন, আৰু সময় ৰাত্ৰি কৰে'—  
তোমাকে পাবাৰ বাসিনা।  
বিবাক্ত মানুহৰ ক্ষতো ।

নীলিমাটক

সজ্জর ভট্টাচার্য

রাতিতে ভেগে ওঠে যে সাগর

অন্ধকারের সাগর—

তুমি তাতে স্নান করে' এসে, নীলিমা,

তোমার চোখ হোক আবে নীল

চুল হোক ধূসর চুলের ক্ষরীর মতো ।

আর যদি রাতিতে বিদীর্ণ করে' ওঠে চান

তোমার আঁচলে লেগে থাকে কেন সিক্ত জ্যোৎস্না

তোমার বুকে পাই কেন জ্যোৎস্নার গন্ধ :

কলতে পারো, সে জ্যোৎস্না কি নীল হবে, নীলিমা,

নীল পাখির গালকের মতো ?

আনি, তুমি আমার ডাকবে—

(নীল বন কি কথা করে' উঠলো—

আমি মেঘের গায়ে-পায়ে বেয়ে এসে বসবো ?)

আমার চোখ নরম হ'য়ে আসবে খুঁয়ে, নীলিমা,

তোমাকে নয়, তোমার স্বপ্নকে দেখে ।



অঙ্গসংগ

পুণ্ড্রীন্দ্রমাধব দত্ত

মিলননিবিড় রাতি পরিকীর্ণ নিখিল কুসনে,  
বিরাজে প্রেমতরু কলক তারি শান্তি, তারি নীরবতা,  
চাহি খোলা বাতাকনে, দেখি তারি অনাদি বারতা  
মুগ্ধরিছে মুগ্ধমুগ্ধ বস্মাবিষ্ট বেঙারবনে ।

নাই এ-নিঃকূললোকে নগরের উন্ন উত্তরোল,  
নর্যন্তেনী পরচর্য্য বিঘার না বসকদীঘন ;  
অলসঃ অলস নদী করে শুধু নৈল সংকীর্ণন,  
কিবা সে নিঃশিত—ওনি দূরগত কালের কজোল ।

উদাঃ অলকানন্দা হয়ে গেছে মহাকাল পার  
ছাপনে ছড়াবে তারি ; বাধিয়াছে লব জোনাকিরে  
রক্তনীপতার তর ; তাহারের মিলিত দিগ্বিরে  
মনে হয় অমাবস্যা মুদক্লি সজীব নির্ভার ।

তোমার চিকন বেহে বিজড়িত সে-মিষা মুহুর,  
তাবয় অলস কটি, দৃষ্ট মুচ, নিঃস্রবট উর,  
অকরে সিতাক্ত হাসি, মুক্ত কেনে উকল অস্তর,  
সাবলীল আশ্রদান তিহ চোখে এনেছে স্বলক ।

## কবিতা

দেখিতে পাই না কিছু, তবু যেন ঘন অহুমান  
অরুণ আনন তব চিত্তাশিত অপরূপ প্রসাবে,  
এতি অকলঙ্কিমাবে নহ চাৰা কহ নীড় বাবে,  
সকিত গভীরে তব নিঃশেষন নিরুত্তি নির্মাণ ।

ভরা আমার চিত্ত, প্রীত বুদ্ধি, তৎপত নবীত,  
তথাগত অন্তর্যামী আশ্রয় সর্বদে কমেছে,  
ব্যক্তিভাব অবরোধ মুহূর্ত্তেকে চূর্ণ হয়ে গেছে,  
সাক্ষ্যভৌম বৌদ্ধভাষ্যে প্রত্যগত স্বাতি নবির ।

সাহ কি মহত বই ? গর্ভে নিচে প্রচ্ছন্ন নরক,  
পরশ্রীকাতর ইন্দ্ৰ উচ্চ হতে করে বজ্রাঘাত,  
চমকে নহন মেলি, তমিষ্যার আবিল প্রপাত  
জ্বালা নপ্রেয়ে মোর, হুক হয় বৈবীর পরশ ।

স্বপ্নিনীত গৃহদ্বারে হানা ঘেঁষে বিনিত্র নদর,  
সচকিত নিঃশব্দতা বাহ্যশাশে করে মোর দ্বার,  
যবন কালের মোতে শুশ্রূষিত হয় সর্বনাশ,  
মোদের বিজিত করে বৃত্ত্যাপদ বাবদি ছতর ।

## কবিতা

### অশ্রুসিক্ত

স্বপ্নীলসুখমাত্মক

আঁখিমালা চাহি স্নান করি কাটির পরশে  
আগায়েছে তার মুখে কী মদির কান্দি ।  
নিষেধনিহত বহু চোখের সরসে  
ত্রস্ত তারকা সন্ডানে সন্ডানি ।  
রেশমী কেশের ঘন কুঞ্চিত লহরে  
ভর করে আছে অনাদি অসীম রাস্তা ।  
নিঃশব্দনিবৃত্ত আঁখি অশ্রু প্রহরে  
কেন এলো আজ অনাহত বরদাতী ?

আলাপন তার নিগূঢ় স্নিগ্ধ ব্যাহত,  
তবু কী মমতা লীলায়িত বৃৎসনে ।  
আমারি ক্ষতো সে বহু বকনে আহত,  
মুগ্ধ মিনতি বিজড়িত তবু অশ্রু ।  
সর্বহারা সে, দ্বিগুণ তরা পীত পরশে,  
বহিঃস্বামী, মিসেস উলুকা অত,  
ভাষে অভিসারে আমারে অসোখ মরণে,  
তবু সে মূর্ত জীবনের নির্বন্ধ ।

জানি না কি যিহা, কি চাহো তাহার বকানে,  
বহুবার ঠেক হয়েছে আজিকে শিখা—

## কবিতা

অবাচিত বান বাটার দল একানে,  
 দীন তিম'রীর হীনতা বাখানে তিকা ।  
 মর্জার দ্বা ঝিটে না মজুরী বাতীত,  
 বর্গের দ্বা ইচ্ছাজিভেরই ভোগা,  
 মোর অসংখ্য সাধনের দূর অতীত,  
 তবে আর কবে হবে ও-প্রেমের যোগা ?  
 নাহুক অবতি অতএব মোর শরীরে,  
 কামনার বানে গাঢ় হৈবে দিক বৈরা,  
 আত্মবোধের অদ্বয়তম অধরে  
 হাহুক হুড়া মহানিহাের শৈবী ।  
 হৃদয়: তবেই নব জনমের প্রভাতে  
 অমিত বীৰ্য্যে ঠিখে অগোচর লক্ষ  
 জিনিবে। তাহারে স্বধরনের সত্যতে,  
 সত্যবোধ হবে। তার সমকক্ষ ।  
 সেদিনে তো আর হবেনা অলব্যাহিত  
 কিন্নোর চাদের জাহ্নবীর অতিসন্নি ।  
 চিরন্তনীর চিত্রাভিলষিত বহিত  
 অনাহত কুলে করিবে তাহারে কথী ।  
 হৃদয়ে মেঘলা, গলে বাবে তার কবরী,  
 তীর পূজকে হৃদয়ে গকল লজ্জা ।  
 তুমি প্রহেরা হবে বাসনের প্রহরী,  
 হৃদয় জরাজল বিরচিতবে কলস্যা ।

## স্বপ্নের আগম

### জীবনমানন্দ দাস

আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন অড়র মাঠে পটু-শস্যের,  
 বেঁধেছি মাঠের পারে নরম নদীর কোলে নিম্ন দেউল,  
 বেঁধেছি নদীর : গ্রান ঝাঁক নিতরতা চোখে দেখা যায়  
 বতস্বর : আমরা বেঁধেছি যারা অন্ধকারে আকস্মিক দুঃখ  
 জোনাকীতে শুঁকে গেছে : যে মাঠে কদল নাই তাহার নিম্নের  
 চুপে ঝড়েরেছে ঠাণ্ড—কোনো সাধ নাই তার কদলের তরে :

আমরা বেঁধেছি যারা অন্ধকারে দীপ দীপ দ্বিত্বের ভালো,  
 অড়র চালের পরে শুনিয়াছি দুঃখেরে তাহার সকার  
 পুরোনো পোড়ার দ্রাণ ; অন্ধকারে আবার সে কোন্‌দায় হারালো ।  
 বুকেছি দীপের রাত অপকণ ; মাঠে মাঠে তান। তানবোর  
 গভীর আবারে তরা : অসমের ভালো ভালো ডাকিরাছে বক ;  
 আমরা বুকেছি যারা জীবনের এই সব নিফুত দুঃখ ;

আমরা বেঁধেছি যারা কুনোহাঁস শিকারীর গুলির আঘাত  
 একায়ে উড়িয়া যায় বিপ্লবের নর নীল মেঘাঘার তিষ্ঠের,  
 আমরা বেঁধেছি যারা ভালোকেলে যানের গুলির পরে হাঁত  
 সন্ধ্যার কাকের বস আকাঙ্ক্ষার আমরা কিংবা যারা অরে ;  
 শিশুর ঘুমের গন্ধ, বাস, রোদ, বাহরাণ, নক্ষত্র, আকাশ  
 আমরা পেঁতেছি যারা বুকে কিংবা ইহাদের চিহ্ন বাহরাণ ;

## কবিতা

যেখেনি সবুজ পাতা অম্রাণের অঙ্কনকে হকেছে হৃদয়,  
তখনো তাঁঁড়ির পরে চৈতন্যের হৃদয়ে বেঁধী কবিতাতে খেলা,  
ইন্দ্রের ঈশ্বর হাতে বেশমের মত রোমে মাণিক্যকে ধু,  
চাল-বোঝা গছ পেয়ে যাঁটে এসে মাছগুলো ভিড়তে হু'বেলা,  
শাদুকগুলি তরা পুকুরের পাড়ে টাল সন্ধ্যার ঝাঁপড়ে  
তনেছে ধরের ডাক—যেখেনি হাতের স্পর্শ প'ড়ে গেছে তায়ে ;

যেখেনি ভোরের আলো বেজুরগাঁড়ির পরে বোদেলেনে ডাকে,  
ফেতের লতার নীচে চক্করের তিমিওলা ঘুঘু তাঁঁড়ে আসে,  
নরম আলোর গছ দিবে নদী ব্যরবার তীরটির মাঝে,  
ফড়ির টালের ডাড়া পাড় হাতে জ্যোতার উঠানে পড়িযাছে ;  
বাড়ানে কিঁকিঁরি গছ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ খাতানে ;  
নীলাক্ত নোনার বুকে বন বন পাড় আকাঙ্ক্ষার নেমে আসে ;

আমরা যেখেনি দ্বারা নিবিড় কটের নীচে লাল লাল ফল  
পড়' আছে ; নিসহায ভাড়া যাঁঠ নেমে সেছে নদীর তিতরে ;  
কাঁচশাকা-টিল প'ড়ে পেরো ফেরটির ঘুঘু হকেছে উজ্জল ;  
পথে পথে যেখেনি ছুঁছ তোর দ্বারা ফেনে পৃথিবীর পরে ;  
আমরা যেখেনি দ্বারা তপুৱীর স্মৃতি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ  
প্রতিদিন তোর আসে ধানের জন্মের মত সবুজ সহস্র :

## কবিতা

আমরা বুকেছি দ্বারা বছরদিন ঘাস শুকু শেষ হ'লে পর  
একটিও নম্র মুখ কাছে এসে অহুকায়ে আকস্মিক কথা  
ক'বে গেছে :—আমরা বুকেছি দ্বারা পৃথিবীর আলোর তিতর  
পথে পথে মেঘলা দিনের মত র'য়ে গেছে দুই সজলতা :  
সোঁদা ভিজে বুলো, মাঠ-কুমীর ঘন দান, তাককের বীড়,  
তাঁড় মন্দিরের ইঁট, শাদা পাঁখা স্তিম হাত, বাসের নবীর :

আমরা বুঝার আগে কি বুঝিতে চাই আর ? জানি না কি আদ্য,  
বুঝা এসে একদিন বহু কীট জীর্ণ প্রজাপতিটির আগে  
কন্দহাতে স্তেঙে বেবে পৃথিবীর পথে পথে ছড়ায়েছি দ্বাদ্য  
বটীন জানার স্তরে একদিন বড়িঙের মত অহুকায়ে :  
কি বুঝিতে চাই আর ?...রৌত্র নিতে গেলে পাবীপাখাঙ্গীর জব  
তিনি কি ? প্রান্তরের দুয়ানার মেখিনি কি উড়ে গেছে কাক ।

১

স্ব স্বল্প স্ব স্বল্প বাণ্য—

অজিতকুমার দত্ত

সংহত করো, সংহত করো অধি,  
 যৌবন-বাণ তীক্ষ্ণ তরুণ,  
 এ নহে তজ্জা-অরণ্য-ভাষাচারী  
 অত্র হরিণ : সংহরো তব নর ।  
 তীক্ষ্ণসাহক দীপ্ত এ-দিবালোকে  
 স্রষ্টলক্ষ্য কোনোমতে হয় নাচে.  
 নক্ষি তোমার সংহত করো অধি,  
 দুঃস্বপ্নো তব তির সে-কতু আছে ।

পর্কিতা অধি বনদ-নৃখণিতা.  
 ঘূর্কিত তোমো বন্ধন-কৌশল,  
 চোখে বাধ মোহ, হে মোহ-পূর্কিতনীতা  
 বহুভঙ্গমধি, আধি হোক ভঙ্গম ।  
 চিত্র আশার তব নরসী-নয়  
 তথু ছায়াশানি কক্ষ রাখিব এঁকে,  
 স্বকর্মে যথ স্বকর্ম স্বকর্মে  
 সায়ক তোমার দিগ্যাই বাবে ঝেক ।



## কবিতা

জানিয়ে। কষ্ট, 'আলোখা নাহি তর  
স্বপ্নাবর-বুকে নিত্য অনবর,  
দর্শন-স্বপ্নে বহু ছাড়া সর্বত্র—  
অস্তিত্ব নাহি সাজে দর্শন 'পর ।  
বিদ্যতে কেবা দুষ্টিতে বাধিতে পারে  
বিদ্যায়-গতি শাসনে বাধিবে কে সে ?  
দুষ্টি-মোহন নভোচারী উভারে  
কে বাধিবে বুকে তপ্ত-অঙ্গ শেবে ?

দুঃখবর্জিত, তোমার আমার নাহে  
উল্লাসীনতার অটক প্রাচীর গাছ,  
দর্শন চাহি, শ্রবণ চাহি না বে  
পিপাসে নহে, জ্ঞান চোখের পাতা।  
অপা পক্ষিতা, সখ্যতা সখ্যতা,  
এ নহে কল কল তব ও চকল,  
অন্ত তোমার বসে বসে কল  
শূন্য গগনে বাণ ছানি' কিবা কল !

## কবিতা

### আলাপ

প্রণব কান্ন

যীনসুখারী ও হাড়ের বোন থেকে  
( ঘুমন্ত নেট সাগরের গুহা থেকে )  
চুরি করে' এনে প্রবালের মালা

গলায় তোমার পরিড়ে দিলাম, মেয়ে !

আকাশ-পারের মায়াবীর বোন থেকে  
লুট করে' এনে স্থপালি জ্যোৎস্না,  
বস্ত্রের দস্ত স্থপালি জ্যোৎস্না

জিহ্বেছি তোমার আলো-তরা কালো চোখে ।

সাতীতে বিলাস সোপানির রঙ,  
মেক-প্রবেশের অরোচ্য-র দস্ত রঙ,  
খলমল আর টলমল করে

লজানো মেহের নরম তরল রেখা !

এই জীবনের নাট্যক্ষেত্রে এসে  
দাড়ালে দ্বন্দ্ব অশঙ্কল কল ধরে',  
আমার সকল প্রেমের কবিতা

হ'বে পেল কেন পাষাণবীণের আলো !

সে-আলোয় লোকে তোমায় নিঃশব্দ চিনে ;  
অনন্তর চেউরে আমি করে' গেছি দূরে,  
ছুই চোখ তরা সূর্য নিষে

আমিই তোমায় চিন্তে পারিনি তবু ।

## কবিতা

সজ্জাকেলার লাল-শেফ শাড়ী পরে'  
( বাইনা-লাগানো সেই লাল-শেফ শাড়ী ! )  
একতলাকার নিরিবিলা করে

বসলে আবার ছোট জানলাটি খেঁবে ;  
যনে হয় মেয়ে এখন কেবল আমি—  
আমিই তোমার করেছি আবিষ্কার,  
ক্রান্ত দেহের বেচার বেচার

অলিখিত যোর কবিতা নিয়েছ তপ !  
নসর-আকাশে উঠেছে প্রথম তারা,  
যোগে ছলে তাঁ'রি সচেতনপি পড়ি,  
এলোখেলো এলো-চুলের তিমির  
সূচ-বহন সাত্তির নেই কুল !  
কাছে গিয়ে ফেঁ ছুঁবেছি তোমার হাত,  
( নীল-শিরা-আঁকা সপট উক হাত )  
ছুঁতোষে তোমার পুরানো বাসনা

অলে' গুঠে কেন করের সাত্তির ফতো !  
আমাদের ছোট একতলাকার করে  
( পৃথিবীর এই নিরিবিলা এককোণে )  
অলে যে পুরানো বাসনার সাত্তি,  
সে-আলোর নোয়া চিনেছি পরস্পরে ।

## কবিতা।

প্রজ্ঞান

স্মৃতিচেন্দ্রকর উপাখ্যান

আমি হইলাম কেবল তোমার চিত্তের দাস্য,

অলক্ষিতে নৈবাৰ্তিক নৈরাকারে ।

পড়্‌ল না পলি তোমার অন্তরে,

তাই বাসনার কল উঠ্‌ল না ঘূটে

উৰ্দ্ধমুখী কৃপালবুগ্‌টি অবলম্বন করে ।

আমি তাই তোমার অন্তরে থেকেও নাই ।

কেবল না থাকায় মত্ত ব্যৰ্থতা কি আর আছে ?

অজ্ঞানে আমাকে করেছ গ্রহণ,

দিক্‌ছে নির্কাসন সজ্ঞানে,

নির্কাসন মও ত হাও নি,

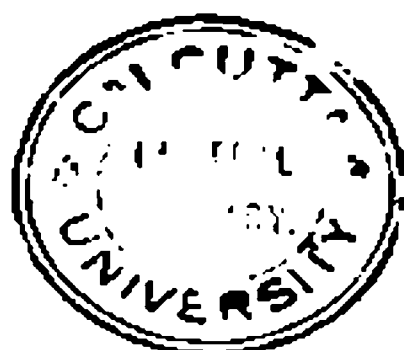
করেছ বহিষ্কার অজ্ঞানসারে ।

তবু আমি ধরেছি তোমার সহস্র বিবৃতির তিতর,

আমারি বাস্তব কর প্রচার আত্মোক্তিতে ।

তোমার প্রতিদিনের গ্রহণ কর্ণনের যমোই আমি আমি,

নাই দিল্লনের হৃৎ, নাই বিরহের বেহনা ।



## ବିବିଧ ।

ଡୋମାର ବୈମାତ୍ରୀ ଆକାଶେ ଅନୁକ୍ରାନ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆସି,  
ନୋବନ ଋଷେ ନିଜ ଆସାଙ୍କେ ଅହନିର୍ଣ ।  
ତୁମ୍ଭ ଜାନି ନିଜାନ୍ତରେ ଏକଦିନ ଆମ୍ଭେ ଆସାଢ଼,  
ପୁତ୍ର ସେଷେ ମେଘ ଡେଇଁ ଡୋମାର ସୁନୀଳ ସୂକ୍ଷ୍ମତା,  
ଅସାକ ହେବେ ମେଘେ ଆମାର ନବଜନ୍ମର କାନ୍ତି ।

ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ଆମାଙ୍କ ଡୋମାର ବନ୍ଧୁକେ,  
ଆମ୍ଭେ ନେତ୍ରେ ଅକ୍ଷୟ ବାହାର ଡୋମାର ତାଙ୍କେ ।  
ତୁମ୍ଭେ ବୁଝିବେ ଆସି ଉନ୍ନେହିଲ୍ୟାମ ଡୋମାର ସୂକ୍ଷ୍ମତା,  
ତୁମ୍ଭେ ଡାଟିବେ ଆମାଙ୍କେ ଆମାର ବେଦନା,  
ମେଘେ ଆମାର ବିଦ୍ୟା, ତୁମ୍ଭେ ବଜ୍ରନାମ, ପାଦେ ଅର୍ପଣସାହନ ।

## সমাপ্তির স্মৃতি

### হেমচন্দ্র বাগচী

বড় ভালোবেসেছিলাম, হে বরদী, তোমার যখনলোক  
তোমার মূৰ ঘেঁষেছিলাম, হাসিভরা পরিচিত চোখ  
বড় ভালো লেগেছিল ; বিষম শস্যের অন্ধকারে  
চিত্ত মোর পূর্ণ হ'লো অস্বস্তি গভীর হাহাকারে  
অতিবৃত্ত বেহনার লাগি' । এ জীবনে বহুবার  
আম্মার অন্তর তলে তথায়েছি প্রিয়েরে আমার  
'আমারে গভীর প্রেম সে কি দড়া নয় ? '

### তনিয়াছি

জীবন-সাগর-তটে অনন্ত বৃত্তের কাছাকাছি  
প্রেমের উত্তর মোর—তনিয়াছি প্রেম বৃত্তাহীন  
কর হৈতে অনন্তের সে প্রেমের কে তথিয়ে কল ?  
যেখানোছি কতদিন এ নীচের অন্তরের মাঝে  
সীমাতীত কল্পলোক যেমনার অনন্তর মাঝে ।  
সেবা বসি' ধ্যানাসনে তথায়েছি প্রিয়েরে আমার—  
কহ তুমি দড়া করি' মোর প্রেম অনন্ত অপার  
সে কি শুধু বৃহৎকোণে মথ্যাহের কলসাত-ভজন ?  
সে কি শুধু রাগাকুল চুপনের অঙ্গল বৃজন ?

## কবিতা।

আমি শু করেছি পান ঘৌড়নের তপ্ত হাফারন,  
শীতলের পাত্র মোত পান করে। ব্যাফুল বিবল—  
যদি তাহে কোনোদিন অন্ধকার পৰ্ব্বতীর শেবে  
মোর নাম, হাসি মোর, মোর নৃষ্টি উঠে যদি ভেসে ;  
সেদিন চিনিবে মোরে তরল অস্তর বরফে,  
সেদিন কবিবে তব কণে-কণে পড়িবে বে মনে  
কলক-কলক-কল। বরষার মনপৰ-পারে ।  
সেটপিন প্রেম তব, মধেস্ত্রের তোরণের ধারে  
লিখিবে লিখন তার। ইচ্ছানীর অংগল ঘেঁষিয়া  
নাখিবে অস্তর ঘাম, তাবিবে সে উল্লাসিনী হিয়া  
কত সে উল্লাস প্রেম—ধরণীর দৃষ্টি শিত প্রাণ  
তার মনে কোথা হ'তে এল দূর সমুদ্রের গান  
অসীম হৃদয় !

এখনি তাবিহু কত কাল হাতে  
অন্ধকার মানসলোকের প্রান্ত হ'তে ; বে-আবাসে  
আকাশের বক চিরি' বাহিরার বিদ্যুৎ-কথির  
বে-আবাসে উবেলিত ককতল শাখা ধরণীর  
ভেঁষনি আবাসে লেগে দূটে মোর মানস কুহুম  
অতি দূর দূর-অভিলাষী । তাই চক্ষু নাই দূর

## কবিতা

সহিতে পারে না তাই রাগি মোর বিবাক্ত নিঃশ্বাস,  
পড়ায় নিঃশব্দে কবু. কবু হয় উত্তল। উদাস  
কোমনায় ঘিৰ্ণ মলিন । তাই মোর ঘোণ ধার  
বহু দূর সিদ্ধপারে অজ্ঞাত নদীর কিনারায়,  
বেদানে গাহে না পাখী, প্রহঃস্তের আলো নাহি আসে,  
ওধু উঠে চিত্তাধুম, স্রপানের শবগুলি কাসে  
সিদ্ধ-শঙ্করের বস উড়ে ধার দিশন্তের পারে—  
শূৰ্য্যের চিত্তার পানে ছায়াছান কনের ওপারে ।  
সেবা কারা গাহে গান অদৃশ্য সে ছায়া-শরীড়িনী,  
মোর মনে আসে ওধু বাঘামরী কাল-প্রবাহিনী  
প্রচণ্ড আবর্ষে তার চেয়ে আছি—পড়ে না নিমেষ ।  
প্রেম—সে কি সত্য নয় ? এঘরের দত্ত সবি শেষ ?



## কবিতা

### কবিতার দুই অর্থ

জালো কবিতার লক্ষণ সম্বন্ধে কবি, দার্শনিক, অধ্যাপক, পেন্সাদার সমালোচক, প্রকাশকের বিজ্ঞাপন-লেখক, প্রকৃতি বিজ্ঞান শ্রেণীর মজব্ব বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু বিজ্ঞান উক্তি করেছেন ; কিন্তু পাঠকের বোধগম্যতার উপর কবিতার স্বেচ্ছা নির্ভর করে, এমন কথা কখনো বোঝ হয় শোনা হয়নি । কবিতা সম্বন্ধে বস্তু উদ্ভট ও অনর্থক কথা এ-পৰ্য্যন্ত বলা হয়েছে, পৃথিবীর আর-কোনো বিষয়ে সে-রকম হয়েছে কিনা জানিনে ; তবু কাব্যজিজ্ঞাসুদের সম্বন্ধে এ-কথা অস্বস্ত বলা হোক যে সাধারণ মানুষ সাধারণ ভাবে পড়ে' বুঝতে না-পারলেই কবিতা হ'লো না—কিনা, জালো কবিতা তা-ই, সাধারণ মানুষ সাধারণভাবে পড়েই বা বুঝতে পারে—এমন বৃথা মতভেদ কোনো অধ্যাপকের উচ্চ আসন থেকেও কখনো ঘনিষ্ঠ হয়নি । বস্তুত, কবির সঙ্গে তাঁর পাঠকের সমস্ত কাব্যজিজ্ঞাসার আশা হিসেবে বিশেষ গ্রাহ্য হয়নি—অস্বস্ত, অত্যাধুনিক মনোবিজ্ঞানী দু'সর আত্মসংকল্প পৰ্য্যন্ত হয়নি । অথচ কবিতা সম্বন্ধে পাঠক-সম্বন্ধে চিরকালই ঘন-ঘনে অবজ্ঞার ভাব পোষণ করে' এসেছেন—সে-অবজ্ঞা যদি পাঠকের গ্রহণে কখনো সক্ষম হয়, তাহ'লেই বেশি । ল্যাণ্ডের উদ্ভট পদ্যের ভাব সকল কবির মধ্যে স্পষ্ট উচ্চারিত না-হ'লেও, ঐক্যটুকু বাহ

দিয়ে কবির মনের কথা সেটাই। তার প্রকাশ আছে ফিলটনে, আছে ভাবভূক্তির বিখ্যাত ও অতি-উচ্ছ্বস্তে প্রাণ-অশ্রুগীর্ণত জোকে, আছে আমাদের স্ববীজনাথে, যে-কোনো মধ্য কবির রচনা থেকে একটু কল্পনা প্রয়োগ করলে এ-মনোভাষ উদ্ধার করা যত্ন নহ। আমার বা বঙ্গবীর তা তো আমি 'বনে' গেলাম, এমন তোমরা পড়ে। আর না-ই পড়ে, বোঝো আর না-ই পোঝো। ভাবটো অনেকটা এইরকমের।

'অন্য কবি বলেন তাঁর রচনা যাদের বন্ধ করে' কি তার প্রচার শু' চারটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর মধ্যে আবদ্ধ রাখেন না, তাঁর রচনা এমন প্রকাশিতই হয়, এবং কান্ধের উপর যারা কলম চালান—কবি হোক, অকবি হোক, সকলেরই মনে এমন অবীক্যতা ধনোনিপা আছে, তখন পাঠকের একটা দিক মনতে হয় যটকি। সকল পাঠকই মুগ্ধ নহ; এবং স্বপ্নাবহন কবিনানলোভীর চাইতে (এ-প্রণীট সব দেশে সব সময়েই অনিবার্য) একজন বুদ্ধিমান ও বসন্ত পাঠকের সামগ্রিক মূল্য অনেক বেশি। পাঠকের বোধগম্য হওয়া কবিতার কর্তব্য নহ : কিন্তু এটা দেখা যে বদার্থ কবিতা—বড় বিচ্ছিন্ন স্বীতি ও প্রকৃতিরই হোক না—বদার্থ বসন্তের মর্শ্মর্শ করিতে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়নি—অবিস্ত্র নিত্যন্ত ব্যক্তিগত কচির ব্যক্তিরে কিছু গলতি ধরতেই হবে।

শেষ পর্যন্ত হয়নি, বললাম : কেননা কিছুকালের ভুলে যাব্দ হুয়েছে, এ-উষাহরণের ভগ্নে অকাব নেই। চলতি কালানের বড় আশ্রয়ের মুহুর্তে কচিতে বসবোধে এমন পাকা হ'বে লাসবে যে তা কাটিয়ে উঠে সম্পূর্ণ বস্ত্র ও স্বপ্নী নতুন কবিকে গ্রহণ করতে অসাধারণ ঘনই পারে—এক

## কবিতা

সাময়িক প্রকাশ, অসাধারণ বিকল । পাঠকের সঙ্গে কবির এ-সংঘাত কট্টরে প্রতিফল দেবে-দেবে । কিন্তু এই নব্বিরের ঘোরে উৎকট উন্নততাও কখনো-কখনো কবিতা হবার হাতকর হাবি করেছে, আত্মকালকার দিনে বিদেব করে' এ-পৃষ্ঠান্তের অস্তব বোধ হয় নেই । কেননা উন্নততা প্রতিষ্ঠার মতই অ-সাধারণ, এ-ধরে ক্ষেদ্রবোধও সব সময় স্টাই-নির্দী ৬ নম ; এবং প্রতিষ্ঠা-দানকে উন্নাদ কি উন্নতকে প্রতিষ্ঠাদান বলে' ভুল করা সব সময়েরই সম্ভব । এখন, এখন যদি কোনো নতুন কবি আসেন, যার রচনা আমরা 'বুকতে' পারি না, সেটা কি আমাদের মৃত্যুর প্রমাণ, না কবির নগ্নতায় ?

প্রকৃত ঘটনার ক্ষেত্রে, অবিশিষ্ট, এ-নমস্তার নীমাংসা করেছে সময় । আমরা জানি, অনেক নুগা কবির প্রথম আবিষ্ঠার সমসাময়িক ব্যাধে ও সাহসার ঝটকিত; কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মস্তবের উপলব্ধি দ্ব্যার শূন্যে ছাড়া হয়নি । বাধা হুঁড়েছে অবিশিষ্ট সমসাময়িক কবির ঘোরাঙ্কা, যার সঙ্গে কবির বকীকতা মেলেনি । চ্যুতি সাহিত্যিক কালানে দানিত, আমরা নব-প্রতিষ্ঠাকে 'বুকতে' পারিনে ; বলে' কেলি—এর মানে হয় না ।

এখন বলতে গেলে, কবিতা সম্বন্ধে 'বোকা' কথাটাই অগ্রাসম্বিক । কবিতা আমরা 'বুকিনে' ; কবিতা আমরা অহুতব করি । কবিতা আমাদের কিছু 'বোকা' না ; স্পর্শ করে, দাপন করে একটা সংবাদ । ভালো কবিতার প্রদান লক্ষণই এই যে তা 'বোকা' বাবে না, 'বোকানো' বাবে না । যে-কবিতা বুদ্ধিবৃত্তি দ্বিবে বোকা যার তার উচ্চতম রূপ আঠারো শতকের ইংলি কবিতা : তাতে আর সন্নি আছে, কবিতা নেই । যে-কবিতা পঞ্চমার সঙ্গে-সঙ্গে নিতান্তই বোকা গেলে, সে-কবিতা লখকেনো দ্বিসস

## কবিতা

হেঁচকনের, ঝুঁকনের পাঠকেতাব তার পরম পৌরবস্ব কবর। বা 'বোকাবার' মিনির, বোকাবার লম্ব-লম্বই তা ছুঁয়ে যায়, কিছু বাকি থাকে না। কিন্তু বুদ্ধি-অভীত বুদ্ধি-পলাতক যে-বিহাট উদ্ভূত, যে-অলস তারমণ্ডল — যেখানে অপরূপ কনির 'মার অলৌকিক ইচ্ছার' সীমাহীনতা। — কবিতা তো তা-ই, তা ডাড়া আর কী? পেটা 'বোকা' যায় না, 'বোকানো' যায় না; যে নিজে না জানে, তোলে আত্ম দিবে যেখানে যায় না তাকে। গ্রাম্যক পদমঞ্চল বর্ণিত ঐহিক-উপলব্ধিও মত এ-উপলব্ধিও অসংবেদনীয়।

হুতরাং এটা মোটেও আশ্চর্য নয়, দেশধিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রবর্তার ক্ষমতা কি অর্থহীন বলে' তিরস্কৃত হবে। আশ্চর্য দেটা, সেটা এই যে গুরুত্ব-অভিহিত কবিতা প্রায় ক্ষেত্রেই নিত্যম্ সহস্র ভাব্য সহস্র সীতি; এবং অতশক, কঠিন শব্দ বিস্তারিত অলঙ্কার-মণি কবিতা সহস্র গুরুত্বাতার অপব্যয় বহু শোনা যায় না। যেমন-কম কাব্য পড়তে শিখিত 'লোককেও একাধিকবার অভিমান বুলতে হয়; কিন্তু এ-কথা কেউ বলে না যে ও-কাব্য বোকা যায় না। গীতাঞ্জলির এমন কথা প্রায় নেই যা আমরা আমাদের প্রতিদিনকার আলাপে ব্যবহার করি, কিন্তু গীতাঞ্জলি যে হেঁচলি এ-মূল্যের বলে মরতে-মরতেও এখনো টিকে আছে। ববীন্দ্র-নাথের বৌদ্ধের শত্রুদের প্রধান প্রতিলাভই ছিল এই যে তাঁর কবিতার 'কানে হয় না'; এবং এই ধারণা তৎকালীন পাঠকদের প্রচুর করতালিও পেয়েছিলো। এই সমালোচকদের যথা পণ্ডিত ছিলেন, ছিলেন বদমাহী, কিন্তু তাঁদের চৈতন্য আত্ম ছিলো সেই কাব্য দর্শে, যাতে শুধু পর্বাত বাউলা কবিতা রচিত হতো। তাঁদের মনে ছিলো মহাকাব্যের মহিমা, তাঁদের মনে

## কবিতা

বাক্যতো নব রসের কনসর্ট, বাক্যতো নিহক হৃদয়ের, অহুপ্রাসের স্তম্ভার,  
ওজস্ব কারিগরিকে তাঁরা কবিত্বশক্তির সঙ্গে প্রায় অতিরিক্ত করে' বেধেছেন।  
ভারতচন্দ্রের সময় ছাটল হাবপ্যাচ, তাই, অতি সহজবোধ্য : ক্ষুদ্রবনের দীর্ঘ  
বিশিষ্ট কাকা-বিন্দুসে কিছুমাত্র জ্বা নেই ; গুরুোথা কেবল সরলতা,  
✓ স্বতন্ত্র স্তম্ভটাই অর্থহীন। তা' ভে' হ'তেই হবে : কেননা কবিতার কঠিন শব-  
চন্দন ও জটিল বাক্য-বিন্দুসেই তাঁরা অস্তিত্ব : সেটাই বাস্তবিক, সেটাই  
সমস্ত, সহজ স্বতন্ত্র স্তম্ভটাই অপ্রাকৃত বিকৃতি।

কিন্তু হয়-তো সমসাময়িক কচির কথাই কেবল নয়। পীতাম্বলি কে-  
থেনীর রচনা, যা' বলা যায় বিত্তম্ব কবিতা, দেখানে কথাগুলো রূপক-চিহ্ন  
যাত্র, পরস্পর-বোজনায় উজ্জল সেতু রচনা করে পাঠক ও কল্পনায় অনির্দেশ্য  
অপরিসীম সৌন্দর্যে : এ ধরণের কবিতা অধিকাংশ পাঠকের মতো সমাদৃত  
(ক্যাননের ব্যক্তিরে ছাড়া) হ'তেই পারে না। কবিতা লিখতে হ'লে যেমন  
হৃদয়ের একটি কথটা নিয়ে জন্মতে হয়, বিত্তম্ব কবিতা উপভোগ করতে  
হ'লেও তেমনি একটা জন্ম-গত কথটার প্রয়োজন। অধিকাংশ পাঠকই চায়  
যে কবিতা হবে স্পষ্ট হৃনির্দিষ্ট, সর্দীশ একটা বিক্রে আবেশ, যা ধরা-ছোঁয়া  
যায়, যা 'বোকা' যায়—যেমন করে' ও মনের যে-কিছির সাহায্যে আমরা বুঝি  
গণিত কি দার্শনিক প্রবন্ধ—অধিনা তার সঙ্গে থাকবে হৃদয়ের হৃদয় স্তম্ভার।  
যত্ন, কবিতা গ্রাহ হয় কণ্ঠস্বরের ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে। কিন্তু এ-কথা  
নির্ভর্যে বলা যায় যে কবিতা হত স্পষ্ট 'বোকা' ধরে ততই তা উচ্চতর যেনীর  
এক বিত্তম্ব কবিতার বোকাবুঝির কোনো থালাই-ই নেই। এমন যদি হয়  
যে কেউ বিজ্ঞান করে 'আমি কতের হাতে জেঁমায় অতিসার' কি 'Tiger।

## কবিতা

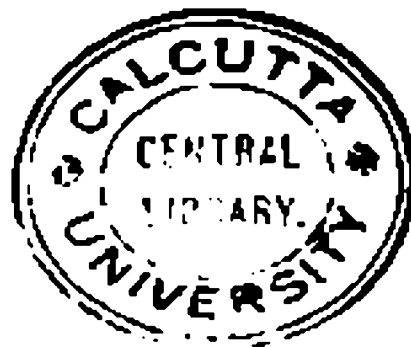
'Tiger ! Burning Bright' কবিতার 'অর্থ' কী, তাহ'লে তৎক্ষণাৎ এ কথাই বলে' উঠতে হয় : 'অর্থ ! অর্থ আবার কী !' সত্যি-সত্যি ও ছাড়া কোনো উত্তর নেই । অধিক্ত অধ্যাপকদের কথটা লব্ধে সন্দেহ করছি না : তাঁরা অধ্যাপক, তাঁরা সবটো পারেন ।

সমাজপতি প্রমুখ ধূসরদের অবস্থা অপব্যয় দিবে লাভ নাই : রবীন্দ্র-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শ ও কাব্য-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের একবারেই পরিচয় ছিলো না । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যখন বেলে সর্পযাপী, যখন পরবর্তী কবিসমূহী তাঁরই ইচ্ছাশক্তি প্রাথমিক পাঠ নিঃসেছেন, যখন—ঐক এহে সময়েও বঙ্গ-কবিতার এই অপেক্ষাকৃত পরিণতির ধূসর—এমন পাঠ্যের নিষ্ঠারই অভাব নেই যার কাছে রবীন্দ্রনাথের অবিকালে কাব্য-রচনা 'অর্থহীন' ঠেকে ঠিক কেন 'বোকা' যায় না, কেনন অল্পটো ঠেকে, একটা হাতল পাওয়া যায় না যেটা আঁকড়ে কবিতাটাকে যোগ্যে যায় । বাংলাদেশে কবিতা ধরা পড়েন, তাঁদের কথা মনে-মনে — কি কখনো-কখনো প্রাথমিক প্রকৃত্ত্য—রবীন্দ্রনাথের চাৰিতে ছিলেননা, মতোজনাব কি নজরুল ইসলামকে অনেক বেশি গুরুত্ব করেন । কেননা সেবোক্ত কবিদের রচনার একটা নির্দিষ্ট 'বিষয়' আছে, তা অটো ও অসিহ, তার বোধসম্পত্তা বুঝিসাপেক্ষ । আমার বক্তব্যের আর-একটা মত প্রমাণ এই যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আমাদের দেশে কথা ও কাহিনীর এচাইই বহুলতম : কেননা সেখানে আছে নির্দিষ্ট বিবয়, আছে বোধসম্পত্তা ।

কিন্তু এটাও বিবেচ্য যে পিতৃভক্তি প্রবর্তিত রচনা কখনো 'কঠিন' বলে' আখ্যাত হয় না । অমন অসঙ্গত লয়ল বলে'ই স্যারগ বোধশক্তিকে তা

## কবিতা

সম্মান করে' যায়। ভাল কবিতা কখনো-কখনো ছুটছে ও কঠিন হয়, হয় একাধিক কারণে। মিলটনের মত পণ্ডিতের রচনার এমন বহুল আত্মসমীক্ষিতা থাকতে বাধ্য যে ঢাকা প্রকৃতির সাহায্য ছাড়া মদতটা উদ্ধার করতে হ'লে মিলটনের মতই পণ্ডিত হ'তে হয়। তারপর ড্রাইনিঙের ছুটহুতার অস্তে দ্বাদী তাঁর অতি-বনৌদ্ধিত বঙ্গ রচনা-শীতি; সেই শীতির মধ্যে একবার প্রবেশ করতে পারলে ড্রাইনিঙের ছুটহুতা অনেকাংশই দূর হয় এটা প্রত্যক্ষ দেখা গেছে। ও-রকম না-লিখে ড্রাইনিঙের উপায় চিনে না, ঐ শীতিটাই ড্রাইনিঙ। কিন্তু আর এক রকমের ছুটহুতা হ'তে পারে যেটা ইচ্ছাকৃত ও মতিচ-প্রসূত। গোলকধাঁসের মত বোরেল একটা কৃত্রিম শীতি উদ্ভাবন করা যায়। অঃঃ-কোনো উপায় না থাকলে প্রাথমিক—কিন্তু কী নিয়ম—প্রম-যারা এমন শব্দ প্রয়োগ করা সম্ভব, অস্তিত্বানেনও বা পাওয়া যায় না। সন্দেহ, স্রেষ্ঠ কবিতার লক্ষণই এই যে তা 'বোকা' বাবে না; কিন্তু যেটা বোকা বাজে না সেটাই স্রেষ্ঠ নয়। কখনো মাঝে মাঝে এমন কবিতা তৈরি করা সম্ভব, যা নিতান্ত ছুটছে, এবং যার মধ্যে ছুটহুতা ছাড়া আর-কিছুই নেই। ছুটহুতার চেহারা সজ্জের উল্লেখ করে, এবং সেটা শুধিবে কিছু-কাল কবি-খ্যাতি উপভোগ করাও বিচিন্ন নয়। ভালো কবিতা কখনোই 'বোকা' বাবে না এ-কথা বলবার সঙ্গে-সঙ্গে আশ্রয় যেন এই কবিতার শর্ত। সমস্ত সমস্ত থাকি।

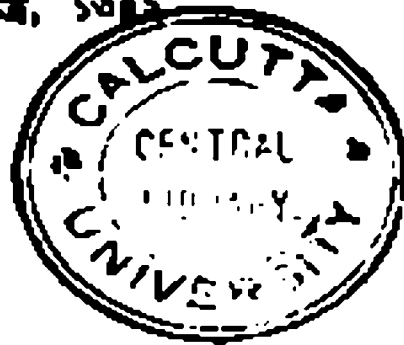


# কবিতা

প্রথম বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২

তৃতীয় সংখ্যা



হাওড়ার রাত

জীবনানন্দ দাশ

সন্ধ্যার হাওড়ার রাত ছিল কাল,—অন্যথা নক্ষত্রের রাত ;  
সাঁহায়াত বিত্তীর্ণ হাওড়া আমায় মনারীতে বেলেছে ;  
মনারীটা ধূলে উঠেছে কখনো মৌচুমী সমুদ্রের পেটের মত,  
কখনো বিছানা ছিঁড়ে  
নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে ;  
এক একবার মনে হচ্ছিল আমার—আমো ঘূমের তিতর হংসো—মাথার উপরে  
মনারী নেই আমার,  
স্বাক্ষী তারায় কোন ঘেঁমে নীল হাওড়ার সমুদ্র শাখা ধকের মত উড়ছে সে !  
কাল এমন চমৎকার রাত ছিল ।

সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল ধোঁলে উঠেছিল—আকাশে এক তিল ঠাঁক ছিল না ;  
পৃথিবীর সমস্ত ধূলি প্রিয় মৃতদের মূখও সেই নক্ষত্রের তিতর মেখেছি আমি ।  
অন্ধকার রাতে অন্ধের চুড়ায় প্রেমিক চিপপুচ্ছের শিশিরভজা চোখের মত  
কল্কল্ করছিল সমস্ত নক্ষত্রেরা ;  
জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জল চামড়ার শালের  
মত কল্কল্ করছিল বিশাল আকাশ !  
কাল এমন আশ্চর্য রাত ছিল ।



বে নক্ষত্রেরা আকাশের বুক হাথায় হাথায় বহুর আগে ঘ'রে গিয়েছে  
 তারাও কাল জানালার তিতর দিগে অসংখ্য বৃত্ত আকাশ সঙ্গে ক'রে এনেছে ।  
 যে রূপদীপের আমি এশিবিদ্যায়, মিশরে, বিদিশায় ঘ'রে যেতে দেখেছি  
 কাল তারা অতিকৃত আকাশের সীমানার কুয়াশার কুয়াশার দীর্ঘ বর্ণা হাতে ক'রে  
 কাতারে কাতারে কাড়িয়ে গেছে বেন,—

বৃত্তকে বলিত করবার ক্ষমতা ?  
 জীবনের গভীর অর্থ প্রকাশ করবার ক্ষমতা ?  
 প্রেমের গুণাবলী গভীর গুণ তুলবার ক্ষমতা ?  
 আড়ষ্ট—অতিকৃত ঘ'রে গেছি আমি,  
 কাল রাতের প্রবল নীল অন্ত্য্যচার আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছে বেন ;  
 আকাশের বিরামহীন বিস্তীর্ণ ভানার তিতর  
 পৃথিবী কীটের যত মুছে গিয়েছে কাল !  
 আর উত্তর বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে নেবে  
 আমার জানালার তিতর দিগে ন'ইশ'গই ক'রে,  
 সিংহের হুতবে উৎকীর্ণ হরিৎ প্রান্তরের অজস্র কোয়ার যত !

## कविता

কবর ভ'রে সিলেছে আমার বিদ্যুৎ সেন্টের সবুজ আলোর পক্ষে,  
 নিগলিতাবিষ্ট বলীমান যৌহরের আত্মাণে,  
 হিন্দুনোঙ্গার বাধিনীর গর্জনের মত অন্ধকারের ঢকন বিরাট সমীরণ  
 , , , , ,  
 রোমন উদ্ভাসে,  
 জীবনের তুচ্ছান্ত নীল মস্তকাহ !

আবার স্বপ্ন পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল,  
নীল হাওয়ার সমুদ্রে ফৌজ মাভান বেগুনের যত গেল উড়ে,  
একটা দূর নক্ষত্রের যাত্রণের তারার তাহার উড়িয়ে নিয়ে চম্পন একটা  
দূরত্ব নবুনের যত ।

আমি যদি হতাম—

জীবনামৃত্যু কাল

আমি যদি হতাম বনহংস  
বনহংসী হ'তে যদি তুমি  
কোনো এক পিরম্বের অলসিদ্ধি নদীর ধারে  
ধানক্ষেতের কাছে  
ছিপ্ছিপে শরের তিতর  
এক নিরালা নীড়ে :

তাহ'লে আর এই ফাঙ্কনের রাতে  
কাউরের পাখার পিছনে চাঁদ উঠতে বেবে  
আমরা নিরঙ্কুর অলস গল্প ছেড়ে  
আকাশের রূপালি পতঙ্গ তিতর সা জামিয়ে দিতাম,—  
তোমার পাখনার আমার পালক, আমার পাখার তোমার স্বস্তির স্পন্দন !—  
নীল আকাশে বইক্ষেতের সোনালিফুলের মত অল্পস অল্প তারা,  
নিরীষবনের সবুজ রোমন্বল নীড়ে  
সোনার ডিমের মত  
ফাঙ্কনের চাঁদ ।

## কবিতা

হয়তো গুলির শব্দ :

আমাদের তিথ্যক্ পতিজ্ঞোত্ত,  
আমাদের পাবায় নিম্‌টনের উন্নাম,  
আমাদের কঠে উত্তর হাওয়ার গান !

হয়তো গুলির শব্দ আবার :

আমাদের ত্রুততা,  
আমাদের শান্তি ।

আজকের জীবনের এই টুকরো টুকরো দৃষ্ট্য আর থাকত না,  
থাকত না আজকের জীবনের টুকরো টুকরো দাখের বার্ষতা ও অত্বাধা ।

আমি যদি বনহংস হতাম  
বনহংসী হ'তে যদি তুমি  
কোনো এক বিগন্তের অনসিদ্ধি নদীর ধারে  
ধানক্ষেতের কাছে ।

## কবিতা

হার, চিল—

জীবনামল্য হান

হার চিল, সোনালি স্তানার চিল, এই স্তিমে যেখের হুপূরে  
তুমি আর কেঁদো নাক' উড়ে উড়ে খানসিড়ি নদীটির পাশে !  
তোমার কান্নার হুয়ে যেখের কনের মত তার ছান চোপ মনে আসে !  
পৃথিবীর স্বাভাৱ স্বাভাবিক্যাসের মত সে যে চ'লে গেছে ভগ্ন নিঃশ্বাসে ;  
আবার তাহাৰে কেন ফেকে আন ? কে হার মগ্ন গুঁড়ে বেগনা আগাড়ে  
ভালোবাসে !

হার চিল, সোনালি স্তানার চিল, এই স্তিমে যেখের হুপূরে  
তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাক' খানসিড়ি নদীটির পাশে ।

মহানার দেশ

সমর সেন

(১)

হাতে হাতে, সন্ধ্যার জনশ্রোতে  
অলস পূর্ণা ঘের এঁকে  
গলিত সোনার যতো উজ্জল আলোর তত,  
আর অগুন লাগে জনের অঙ্কতারে ধূলা ফেলায় ।  
সেই উজ্জল তরুতায়  
ধোঁৱার বহিষ নিঃবাস ঘূরে ফিরে ঘরে আসে  
শীতের কুঃবশের যতো ।

অনেক, অনেক ঘূরে আছে মেঘ-মণির মহানার দেশ,  
সমস্তকণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া বেলে  
বেবদান্ত দীর্ঘ রহস্য,  
আর ঘূর সমুদ্রের দীর্ঘবাস  
রাজের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে ।  
আমার ক্রান্তির উলরে বরষা-বহন,  
নামুক মহানার গছ ।

## কবিতা

(২)

এখানে অসহ, নিবিড় অন্ধকারে  
মাকে মাকে তনি—  
মহুয়া বনের খায়ে কলসার খনির  
গভীর, বিশাল শব্দ  
আর নিশিথে-চেজা সবুজ সকালে,  
অবশ্য মাতৃষের শরীরে দেখি দু'গোর কলহ,  
খুবদীন তাড়ের চোখে হানা দেয়  
কিসের দ্রাক্ষ দুঃস্বপ্ন ।

LO THE FAIR DEAD !

EZRA POUND

সমর সেন

(১)

শেষবারে

অন্তিমের নিঃশব্দ নদীতে যখন ভাঙা এলো ভোরের দিকে,  
এলোযেলো দীর্ঘশ্বাসে  
ঠাণ্ডা হাওয়া ছিলো অনেক, অনেক, দূর থেকে,  
তখন বাইরে এলাম ;  
সজীর মৃত্যুর রক্তে অশ্রুতে তারার অসহ সৌন্দর্য—  
এই আকাশের নিছক কি কানছে  
নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন ?  
একটি বেগুনি রঙের মেঘ দিগন্ত ছেড়ে উঠল,  
তার হঠাৎ চকমকাস  
প্রাচীন ডাকঘরের অচঞ্চল পতীরতা আঁকা ।

যুম আসছে না, হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে অশ্রুতে গুনি—  
দূরের কোন্ কুড়িরে কারার নদ,  
খুঁজিয়ে বনি,  
মাতালের অলিঙ্গ চীৎকার,  
যুম আসছে না,  
রাত্রিশেষে কলের বাঁশীর ডীর হাহাকার  
অনিত হোলো দিগন্ত থেকে দিগন্তে ।



## কবিতা

(২)

### **তোমার কলকাতা**

রিক্শার উপরে ক্রান্ত চীনে গণিকা বহন চোখ বোজে  
সুখের অলস উদ্ভাসে,  
তখন দিন-কাত্তির নিঃশব্দতা  
তোমার হৃদয়ে আসে  
নীল নদীর মতো ।

কত ধূসর চোখে অন্নীল, নাগরিক আনন্দ,  
নিচের পথে  
অগণিত মানুষের ক্রান্ত পদক্ষেপ ।

(৩)

আমিজন

রাজির মেঘে

সাতার ধুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে

ধাবমান মোটরের উদ্ভক্ত বেগ :

চারদিকে ছিটিং পাউচালের তীব্র গন্ধ ।

“তুমি কি আজ আসবে ?”

—নীল, নীল চোখে শরীরের শেফটীন প্রয়,

জিহ্বে ফুলের মতো নরম শ্রেয়—

“নিশ্চয়ই আসব”—

বিশে শ্রেয় কতৃদীন, তা ছাড়া একসঙ্গে রাতে মোবার

হুল্লুত হুযোগ !

কিন্তু কি হবে তোমার কাছে এসে !

সময় কাটে,

সময় কাটে ট্রামের অবিচল দুখর শব্দে,

অধ্যাপকদের আর্ন্তনাদে,

আব লাড়ো-বজ্রিং-ভাষার আমন্ত্রণে সময় কাটে,

সময়ের তীব্র তীর উদ্ভাস আমাষের দিকে,

কি হবে, কি হবে তোমার কাছে আমার হুল্লুত হুযোগে—

অন্ধকারের জারে আকাশ বহন নিঃশব্দ ?

## কবিতা

(৪)

সাম্প্রতিক।

প্রাকৃতিক অঙ্ককার থেকে বেরিয়ে এসে  
একটি জীব বেতাদ্বিনী আলোর খন্ডে গাঁড়ালো ;  
তার পরে শীর্ণহাতে  
অলস, অলসভাবে ঠোঁটে মাখালো স্বঃ,  
আর পাউডার নুখে :  
উপরে আকাশে বহুদূর চোখ দাঁড়—  
তবু নীল অঙ্ককার ।

—যদি এখনি এখানে পতীর সমুদ্র নামে,  
যদি এখনি মুছে যায় এই নক্ষত্র পিচের রাস্তা,  
এই ঠাণ্ডা, সবুজ বাস,  
যদি এক মুহূর্তে মুছে যায় আমার চোখের ক্রান্তি  
বিশাল শূন্যতা থেকে-আসল ঠাণ্ডা হাওয়ায় ;  
আর চারদিকে নামে তবু আকাশের ক্ষুদ্রা বিস্তীর্ণ সমুদ্র,  
তা হলে আমার সবচেয়ে দরীয়ে কি আবার চকিতে আসবে—  
সমুদ্র-যদির উর্বশীর স্বপ্ন ?

(৩)

বৃত্ত্য

দুলস গবে অঙ্ককার, দীর্ঘ গাফী,  
মন্দিরের বিবর্ণ ছায়াপথ,  
শব্দহীন গনিতের মূল্য প্রণয় :

স্বপ্ন! অস্ত্র মেল, স্বপ্নাঙ্কুর কোন ধ্বনি—  
এখানে সন্ধ্যা নামলো,  
শীতের আকাশে অঙ্ককার ফুলছে শূন্যের চামড়ার মতো,  
গনিতে গনিতে কেবোসিনের তীব্র গন্ধ,  
হাওয়ার ওড়ে শুধু শব্দহীন ধূলের বড়;  
এখানে সন্ধ্যা নামলো শীতের পঙ্কুনের মতো ।

মথারাজে

বাববাব ঐনের ময়র পথ ;  
আমাদের বৃত্ত্য হবে পাখুর মতো ।

কাল রাত

খেমেস্তা মিজ

আমি শু এখানে বসে  
তোমার স্বপন দেখি,  
তুমি কি করিছ, জানি নাক' ।  
আমি শু দুর্ধ্ব-শ্রোতে চলেছি উদ্যান ঠেলে  
বেদানে কাণিছে কাল রাত ।

তোমার স্বপন দেখি,  
সে স্বপনে তুমি কতটুকু !  
এক শুষ্ক চুল,  
কানের ছলের পাশে  
নেমেছে নিখিল হয়ে  
যেহূর মেঘের রাত থেকে

আর লম্বু  
অতি লম্বু হাসি,  
—সব নয় ;  
মল্লার খাঁস থেকে ভেসে-আসা গড়-বাস  
পলাতক, অপর-অনুট ।

কত বে নাগর আছে ,  
 কতদূর পৃথিবীর তটে  
 আছাড়িধা গড়ে রাত দিন ।  
 আমি জানি তার চেয়ে  
 উত্তল নাগর এক,  
 —তার মাঝে চেতনা বিলীন ।

চেষ্টাভেদে শুপাকার  
 কত কাজ কত বে গাবনা ।  
 পৃথিবী ত মানে নাক'  
 পৃথিবী ত জানে নাক'  
 কাল এক রাস্ত এসেছিল ।

কাজের কলম চলে ,  
 আমার হৃদয় চলে  
 দুহুর্ক-ঝোড়ের সাথে দুবে,  
 যেখানে নিবিড় রাস্ত  
 যেখানে গহন রাস্ত  
 কালে কাল  
 তোমার আশায় ।

তুমি এস

প্রবেশ কর

এই বেতালেশ আলো ।  
যবে এস কৃতীয়ার  
চাপ-ছোয়া মদির আধার ।  
তুমি এস এইবার  
এ প্রতীকা পূর্ণ করো  
দেয়েছে সময় ।

নয়ন এড়াবে এস  
পদপাত যাবে নাক শোনা ;  
অদ্বিত আধারে  
তুমি হতে যাবে জানা  
বসন-নিবাস তব  
পড়িয়েছে স্মৃতিত নহনে ।

## কবিতা

চুলগুলি ঘুরে পড়া  
ঘূমের কুরির মত  
ছুঁয়ে থাক্ আঙুল কনোলি ।  
তোমার আঙুলগুলি  
বহুত-কোমল চেউ  
ছমকের সট-শেবে তোলে ।

গাভা-করা অধনোর  
গম্মুলে বাভানের  
ঘর্মের মত,  
কীণ স্তম্ভাত্মক বরে  
কানিবে চেউনা মোর  
মুজ্জার লীয়ার ।

টান-ছোয়া অতকারে  
নাই হ'লে শরীরিকী ;  
অশ্র-ভয় স্থিতি  
আমারে খিরিয়া থাক  
বাতাসে অকারে ওঠা  
হুহেলিকা-হরতির মত ।



## কথিতা

বীণা বিন

খেয়তো বিন

কত কৃষ্টি হয়ে গেছে,  
কত কড়, অন্ধকার ঘেঁষ  
আকাশ কি সব মনে রাখে !  
আমারও স্বপ্ন তাই  
সব কিছু কুলে গিয়ে  
হ'ল আত্ম হুণীল উৎসব !

তুমি আছ, তুমি আছ,  
এ বিনা সওয়া ব্যর্থ নাক ;  
অরণ্য কাঁপিয়ে ।  
মনে মনে বাধ বসি,  
আকাশ চুইয়ে গড়ে  
গলায় সোনার হস্ত বোদ

## কবিতা

গলানো সোনার বস  
ছোঁষ পড়ে সব জামিনায় ;  
সোনার পাখায়  
গাছন করিতে ওঠে  
নীল ঝাউসের স্রোতে  
রৌদ্রের পাখরায় ঝাঁক ।

এ নীল দিনের শেষে  
হৃদয় অধিয়া আছে  
সূর্য্য-মোছা মেঘ রাশি রাশি ।  
তবু আজ হৃদয়ের  
স্তব্ধতা নিলাম পাত্র  
এই নীল স্বপ্নের সুধায় ।

জ্বলন্ত কত পাকে  
স্বপ্ন অড়িয়ে রাখে  
স্বপ্ন দাসীর ।  
তবু সূর্য্যের কুল  
কীপায় খুলিল তবু  
অন্তকারে হাসিয়া উঠুক ।

কিউল সূক্ষ্মতা হতে

উজ্জ্বল আলো পৃথিবীর

নিষ্কল নিখালে অস্তিতে ;

চৌপাশে মিস্ত্রি দেখি

আত-পিছু কুসুমের

মাঝখানে কল্লের স্নান ।

ভোমার নহন হতে

আমিকার নীল দিন

জীবনের মিস্ত্রি হুড়ার ;

মিছে আল হুড়কের

অরণ জড়তে চায়

অরণ দাসায় ।

—‘ষায় নাই, ষায় নাই,  
নব-নব যাত্রী-যাত্ৰে রয়েছে সঘাই।’

বুদ্ধদেব বসু

সুবোধেব প্রার্থনা

কৃষ্টি কেটে গেছে,  
আকাশে ছেঁচাখোঁড়া সাদা মেঘ,  
রোদের ঝিলিমিলি তার ঝাঞ্চে ।

যাত্ৰাসে প্রথম শ্বিত,  
যাত্ৰাসে যাত্ৰ ;  
নিখির নীল জল উঠছে নিরুনিরিয়ে  
যেন কোনো ছদর তালোবাসা তার আর নইতে পারছে না ।

কৃষ্টি কেটে গেছে,  
আমরা যান করে’ এগছি ।

## কবিতা

আমরা জান করে' এসেছি  
আকাবাকা গ্রামের পথ দিয়ে,  
হু' দিকে মাঠ দিসন্ত হোক-হোক,  
মাঝখানে ঠাণ্ডা জলের কয়না,  
আর পায়ের নিচে কাকর ।

কুড়ি কেটে গেছে ।

আমরা জুব দিয়েছি কয়নার জলে  
কয়নার উৎস-মুখে ;  
জলের মত মেলে' দিয়েছি আমাদের শরীর  
এই নতুন শীতের নতুন স্রোতের দিকে ।

এই নতুন-নীল আকাশের দিকে  
চাষদিক থেকে উঠেছে হাজার মন্দিরের ছাড়া  
মাঝখানে নির্ভয় কুবনেশ্বর ।

## কবিতা

কৃষ্ণি তেটে গেছে,  
আমরা আন করে' এসেছি ।

সমুদ্র আর দুয়ে নয়,  
আজ বিকেলে আমরা সমুদ্রের কাছে গিয়ে দাঁড়াবো ।

আর আজ এই নতুন সূর্য্যের আলোর  
হাজার মন্দিরের পাখরের ছন্দে  
একটি প্রার্থনা আমরা এঁকে গেলাম  
একটি প্রার্থনা আমরা বেঁধে গেলাম

—তারপর সমুদ্র ।

**সমুদ্র-স্তম**

আমরা দু'জন আর সমুদ্রের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি  
আজ এই প্রথম দাঁতে ।

গেলোবারের দাঁতে তুমি আর আমিই তো ছিলাম ।  
তারপর প্রথম গ্রীষ্মের উষ্ণ-মন্দির বিহ্বল ;  
তারপর বর্ষা ।

বর্ষায় তো আবার তুমি আর আমি ।  
আমরা ভেদ করে' এলাম মাহুঘের দেহাল  
পারের নিচে মাড়িয়ে এলাম সমস্ত পৃথিবী  
কিছু না-জেনে, কোনো ভর না-করে' ।  
তারপর এই এবারের প্রথম দাঁতে  
সমুদ্রের কাছে তুমি আর আমি ।

তুমি আর আমি সমুদ্রের বুকের উপর,  
চেউঙলো আমাদের মায়ছে,  
দুখে লাগছে লোনা জলের দ্বিটে ।  
তুমি আর আমি চেউয়ের বোলনাহ নাচছি,  
ছ'দিকে উজির-গুঠা চেউ  
যেন আমাদের আড়াল করছে সমস্ত পৃথিবী থেকে ।

আমরা এই সমুদ্রের আর এই উক মধুর সূর্য্যোদয়,  
সাদা মেঘের আলসনা-আঁকা আকাশ  
মাঝার উপর ছড়ানো ;  
সমুদ্র ধূ-ধূ করছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে  
যেন চিরকাল এক বিরাট হুহুকে প্রসারিত ;  
চিরকালের বকের উপর আমরা পুন্নি ।

আমরা ভাসছি, আমরা নাচছি,  
তেউড়ে-তেউড়ে, কেনার ঘূনিতে,  
মাঝার উপর সাদা পাখির স্বাক  
চাকার মত ঘুরছে :  
উচু হ'বে উঠে গেছে সমুদ্র  
যেখানে চোখ যায় না ।

এই সমুদ্র, এই নির্ঝর বজ্রা সমুদ্র  
এই তো একদিন জ্বর ধরেছিলো আমাদের পৃথিবীকে ।  
সৃষ্টির আগে, সময়হীন মহাসমুদ্রে  
সৃষ্টির দেবতার অনন্তশয়ন ।  
জ্বালনর গ্যাস নাতিশয় থেকে ছুটে উঠলো এই পৃথিবী,  
ছুটলো সূর্য্য, অপরূপ জ্যোতির্বিদ্য পদ ।



## কবিতা

সেই সমুদ্রের বুকেই তো আমরা আজ শুয়েছি  
তুমি আর আমি ।

আমরা নাচছি, আমরা হুলছি  
চেউয়ের উন্নত লালাদানির মাকখানে,  
আমাদের সমস্ত শরীরে সমুদ্রের আর সূর্যের চুম্বন ।

আমরা উন্মুক্ত, আমরা নর,  
সমুদ্রের আর সূর্যের কাছে লজ্জাহীন  
হুটে উঠুক, কিছু হুটে উঠুক  
তোমার আর আমার সংলগ্নে, তোমার আর আমার মাকখানে  
যেমন একদিন পৃথিবী হুটে উঠেছিলো পনের মত  
বিক্রম নাস্তিগম্য থেকে ।

হোক তা পদ ।

তবু একটি পদ ।

আমাদের হৃৎকেন্দ্রের শরীর তার মূল-মুদ্রা ।

কে জানে হয়-তো তা নতুন এক পৃথিবী,

কে জানে হয়-তো তা স্বপ্নের সার্থকতা, কল্পনার ইন্দ্রবহু,

কে জানে হয়-তো তা নতুন কীর্তির বহিমা,

হয়-তো তবু কথার ছন্দ,

হয়-তো তবু অক্ষর আর চুম্বন

তা ছাড়া কিছু নয় ।

## কবিতা

তা যা-ই হোক না, তা-ই হবে নতুন  
তা-ই হবে আশ্চর্য্য  
সব-কুটে-ওঠা পনের মত ।  
মেলে মেবে আকাশের নিচে হাজার পাপড়ি  
ছোঁবের রেখার, রঙের স্রবসার  
কত কবার, কত কালে,  
দিনের পর দিন অন্ধতে আর চুপনে,  
রাত্রির পর রাত্রি উক দিওছে,  
কাঁচার আর স্রবে, আশার আর কল্পনার  
আর শেষ, নিঃশেষ পরিপূর্ণতার ।  
কিছু কুটে উঠুক, কিছু বেরিয়ে আসুক,  
তোমার আর আমার মাঝখান থেকে, এই সমুদ্রের বুকের উপর ;  
তা যা-ই হোক না, তা-ই হবে আশ্চর্য্য, তা-ই হবে নতুন :  
তা কেটে বেরিয়ে আসুক আমাদের মিলনের বুকের তিতার থেকে  
আমি এই সমুদ্রের বুকের উপর ।

### ছাঁদের ধারে শান্তি

এখানে, এই সমুদ্র তটের ধারে  
যেন অনেকদিনের দারানো কোনো বন্ধুকে ফিরে পেলুম—  
ঠিক বুঝতে পারছি না, কে ।

বুঝতে পারছি না ।

বুঝতে যে পারছি না সেটাই তো ভালো ।

তবু বুকের মধ্যে একটা অশ্রুটি আনন্দ, আবহাওয়া ভরা—

যেন নতুন স্রী খুলে ফেলছে তার সাজ

স্রাজির 'অঙ্ককারে, হাতের চুড়ি বাঁধিয়ে ;

অঙ্ককারে যেন' শুনছি ।

কী যে হারিয়েছিলাম, কী যে ফিরে পেলাম ।

সে কি এই শুষ্কতা,

কলকাতার ট্র্যাকিকের গর্জনে বাতাসসমুদ্রের গর্জনের পরে

এই ধীরস্ব, ধীর শুষ্কতা ?

সে কি এই তারার ছাওয়া আকাশ,

না কি নতুন চাঁদের বীকা রেখা,

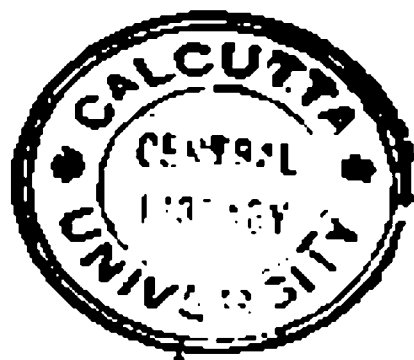
না কি ঐ যে রেল-লাইন ধেকে গেছে গাছাফের কোল বেঁবে

জোরই মিস্ত-ইজিত ?

## কবিতা

এই শুধু জানি, সমস্ত যুক আদ্যায় ভরে' গেলো  
এখানে, এই ভ্রমের ধারে ।  
তাকিয়ে-তাকিয়ে পলক পড়তে চায় না চোখের—  
আকাশ স্তব্ধ' এত তাঁরা দাঁড়ানো ।

একটু পরে মাস্তোকেয় পাড়ি এসে দাঁড়াবে  
চাকর-চাকর বহুতাকৈ আগে-আগে বেঁটিয়ে ;  
কাল ভোরে সে বলকাতার ।  
কিছু বলকাতা এখন কত দূরে  
কলকাতাও কত দূরে এখন ।  
কত দূরে এইমাত্র-শেষ-হওয়া বুকের গননা ।



তাক

স্বধীশ্রমাখ বস্তু

তার সাথে আর হব না আমার দেখা,  
 কী জানি সে এখন কোথায় থাকে ;  
 নিশীথ রাতে তারার চিত্রলেনখা  
 তবু আমার তার কাছে আজ তাকে ।  
 হৃদয়ে সেদিন তবুই দেবের টানে  
 তাকিয়েছিলো সে মোর মুখের পানে ।  
 ফাগুন কেবল বাহু বরদানে  
 কল্পলতার কান্তি দিলো তাকে ।  
 আজকে তবু আস্তা আমার একা,  
 জানিমা আর কোন্‌খানে সে থাকে ।  
 বুকেছিলেম সেদিনে, আজ আবার  
 এই কথাটাই নূতন ক'রে বৃষ্টি  
 ইচ্ছা ছিলো তার কাছে বা পাবার  
 সেই অমৃত করেনি সে পুঁজি ।  
 তার ছিলো বা, সব জীবেরই আছে,—  
 সেই কহুতা হুকালিগুটানু পাছে,  
 ভেঁয়ানি ক'রেই মৃত মরু নাচে,  
 সেই প্রবাহ পতন চোখেও পুঁজি ।  
 যৌন জাহ্ন নিষেবে হয় কাবার  
 বুকেছিলেম সেদিন, আজও বৃষ্টি ।

## কবিতা

তবু যখন যুগ্মলের বনে  
    ঝড়িয়ে কুয়ে অদূত তার কায়া  
অতল কালো তাগর সে-বনে  
    মেবেছিলেম তারার প্রতিচ্ছায়া,  
    ওখন যেন হঠাৎ বিজের হাতে  
    গুনছিলেম দৃকনসেতার বাজে,  
    ভেবেছিলেম দুঠোর চিত্তর স্বাক্ষে  
    বিশ্বরূপের অপরিসীম মায়া ।  
হিরণ্যের কিরণ আধরুণে  
    সংসার ছিলো অদূত এক কায়া ।  
যসর আজ অদূর পরাহত,  
    হেমন্ত এই দোহুল অঙ্ককারে ;  
চুকিয়ে দিছে পাণ্ডনা ঘেরা বস্ত  
    ঝাড়িয়ে আছি বেয়াবাটের গারে ;  
    চপল অমর অঙ্ক নেশায় ঘোঁক  
    আর কিরে না প্রলাপ ব'কে ব'কে,  
    যনের চাকের যুগ্ম নিয়ালোকে  
    পাড়িয়েছি যুগ্ম শেখকালে আজ তারে ।  
তবুকথাই কেবল গুজুপ্রোত  
    এই নিয়াকার নিখিল অঙ্ককারে ।

## কবিতা

তবু আবার তারার প্রদীপ জ্বলে  
আমার প্রাচীর সজ্জতে সে থাকে ।  
এসিবে গেলে জানের বোঝা ফেলে  
তার দেখা কি পাবো নখের ধাকে ?  
আজ বুঝেছি সেদিন কণিক ফুলে  
বদুচ্ছ দান দিইনি তাহে ফুলে,  
তীর্থে বেতে চন্দল চরণ-মূলে  
কাটাইনি কাল বৈবস্তুর্জিনাকে ।  
সত্য কেবল মেহের দয়ার মেনে,  
তাই সে আমার থাকে, আবার থাকে ।

## বীণাপানি

দুবদাশ

আমার গান

তালো লেগেছিল তোমার,—নখ চলার দিনে ।

আমি কি পাইতে পারি ?

তোমার তালো লাগা বিধে আমার হেঁচা তারে ফেঁসালে সজীত,

তুমি বীণাপানি !

কৃৎকের স্রবে

নখ চলার অবসরে, তোমার নখে

অন্ত পরিচয় ।

তবু আমার করে নিলে আপন নিজ প্রাণের প্রাণে,

আমাকে তালোবেসে নর, আমার গানকে তালোবেসে ।

সার্থক হোলো আমার গান

তোমার অকলীন বীণাতে উদ্ভাসনা তুলে,

উঠলো গগন বনন ।

লাগলো গানের বাখার প্রলেপ তোমার উদাস প্রেক্ষণে ।

ত্রিলোকে টাট খুঁজে বেড়ালো যে গান

তারে তুমি স্থান দিলে,

তুমি বীণাপানি !



## কবিতা।

•

আজ

গান আবার তবু অবসরে

সন্ধ্যার ক্ষতো নিবিড় করে ছেঁয়ে আসে তোয়ার নয়ন ।

খনারমান মেঘের বুকে বাসা বাঁধে

চোখের নীলাঞ্জন,

অশ্রু অশ্রু

বক্ষ্যের সূক্ষ্মিত ছাতিশিহরণে

আনে তোয়ার কম্পিত গুণের ঘূর্ণ সন্ধ্যায় ।

ছায়াপথের চিরচলন্ত মিছিল বহুকে দাড়াই,—

থোকে—

তোমাকে নয়, তোমাকে নয়

তোয়ার বুকে আবার গানকে ।

## কবিতা

### পরিবেশ

সুখদায়ক

ঈশ্বরের দাবিদার দীর্ঘ করে,  
উঠলো আর্জনাৎ তুষার চাতকের করে,—  
মনে হোলো  
বিদ্যায় বলকে চিত্র খাওয়া আকাশের মতো  
ঐ হৃদয়ের বুকে  
বুঝি আকুলো ব্যথার আদার মেখা ।

মুহুর্তের অন্ধ  
মনে হোলো, অগ্নিবর্ষী মার্তণ্ডের জ্বল দৃষ্টিতে  
পড়লো কল্পনার গলক ।

মুহুর্তের অন্ধ  
অভোচারী চিনের পক্ষসকল  
অন্ধ হোলো ভক্তিত নমবেদনায় ।

## কবিতা

মুহুর্তের অস্ত

ঝুঁকি উকি দিলো অনন্তের আলিঙ্গন থেকে  
ঝারিঝাহিনী দিক্‌দালারা,—  
ঘাটার বেঘের পাগর ।

তুফান চ্যাতক

প্রশান্তি পরিবেশের পরিহাসে প্রসূত,  
ঝাঁপ দিলো ঝুপড়কিয়ার মরণাম্রণে ।

## কবিতা

শিবরাম চন্দ্রবর্তী

যে আলো পেরিয়ে এল কালের পারাবার  
ছানিয়ে এল অনন্ত আকাশ—  
ভীত আলো—ভীত আলো—উজ্জল আলো—  
যে আলো ধুলুর হবে এল ধুলুর কাছে এসে—  
বুলোর ঘেঁষা জমাট হোলো, ছানিয়ে গেল ঘের—  
হোলো মদিন—ক্রমণ হোলো কালো—  
খোর কালো মাটির দ্বারা লেগে—  
সেই কালো—সেই আলোরই বড় সেও ।  
সেই আলোই কি হোলো শেষে কবিতা—  
তোমার খাতার আর আমার খাতার, বহু ?

কবির কবিতা চুরি করে' লুকিয়ে রাখে পৃথিবী—  
হুস্তা নিয়ে কবি হবার সাথে ।  
একদিন হঠাৎ কাব্য করে জাহির ।  
সেদিন বেধি তার বাসের মাঝার, পাছের পাতার  
আলোর খেলা ।  
কুলের মাঝি তারাবাছির সঙ্গে পাল্য ভায় ।  
পৃথিবী চমকে তার আকাশকে—  
কবিতা চমক লাগায় কবির ।

## কবিতা

পৃথিবীর পাতা থেকে যখন আমি আবার  
ছিন্ন করি সেই কবিতা—আমি, পৃথিবীর মালিক,—  
তখন তার আলোর কতটুকুই আমি ধরতে পারি  
আমার জীবনে—আমার কবিতার ব্যাটার ?  
কিন্তু, আলো-কে হারিয়েও হারি বন্ধ !  
কতই যিনি তুমি ধরে' রাখবে বলো ?  
আলো বসে হারিয়েও কতই রূপের দানা ধরে—  
হস্তিকণা কখন পড়ে ফুলের ছত্রবেশ—  
কবির সঙ্গে কবিতার চলে নুকেছুরি !  
আলো না হারালে হয় না ভালো কবিতা ।

গ্রামোফোন

পন্নিবল দ্বারা

কী নিঃশব্দক যন্ত্রের তৈরী এই গ্রামোফোন  
আর কী নিঃশব্দক তাতে আবার গান শোনা !

দম্ভ্যবেলায় ঘিঃে অন্ধকার আনছিলো বনিবে,  
বাতাসে আব-ফোটা চাঁদের বৃহৎ গন্ধ ।  
কী যেন সেদিন দ্বিঃেছিল তোমার,  
আরাম-কেন্দ্রীয় চূপ করে' গুঃে' ছিলে তুমি,  
চোখে-মুখে যেন একটা স্বপ্ন স্বপ্নের দ্বারা ।  
আমি কৃষ্ণের মত সেদিনকার সোনালী সন্ধ্যায়  
মধুর অলসতা একটু-একটু করে' পা'য়ে মাখছিলাম,  
আর তাবছিলুম, এই দুঃ্ৰুতগুলি জীবনে আর আসবে না ।

হেনকালে ঘুমকেতুর মত উদয় হলেন সিঁদুরবাধু,  
যাকে দেখলে তোমার নাকি তার হয়,  
আর আমি শ্যামকের মত বোম্বের আঘাত খুঁজি ;  
বিনি অগ্নির দ্বাঃ-তরঙ্গ  
বেদান-মত বোল কোটাতে ডালোবাসেন,  
আর ডালোবাসেন চীৎকার করে' কথা কইতে  
—অবশ্যই বলে কথা, দার প্রায়ই অস্তবা ।

উপবিষ্ট হলেন নিখীনবাবু,  
অলক্ষ্যে ঘেঁষলাম,  
ভীক পানীয় যত তোমার চোখ ছুঁটি  
বেন স্বর্গের আশঙ্কার বিব্রত !

যবের এক কোণে ছিল গ্রামোফোনটা,  
নিখীনবাবু বসেন, চপুক না ওটা,  
ঘুরলো বেকর্ড, হুক হ'লো গান,  
পশ্চিমী ওড়াদেশ হাতে বেজে উঠলো বীণ ।  
মুহুর্তে হরের টেকজাল ছড়িয়ে গেল চারদিকে,  
তরুণ হরষোত্ত, নৃত্যময় বিপুল মুগ্ধনা,  
অপূর্ণ নন্দনভারে মুগ্ধ হ'লো মন,  
বিহ্বল হ'লো বুদ্ধিরহিত চেতনা ।  
স্বপ্ন, স্বপ্ন আর স্বপ্ন !

তোমার চোখে ধরেছে তখন সুমের নেশা,  
কিসের বেন সমারোহ আমার মনে,  
অন্ত-স্বর্গের কীণতম রেখাটির যত  
হরের বিচিত্র মোতে ঈশ-আলোকিত তোমার মেহ ।

হঠাৎ কোথেকে এ কী বীভৎস চীৎকার !  
চমকে চেয়ে নেবি, নিখীনবাবু অট্টহাসি হাসছেন,  
মুখে একটা অনিষ্ট কুতূহলের অদ্ভীল ব্যঙ্গনা,  
পানের কোথায় বেন ভারী একটা মজা পেরেছেন,

## কবিতা

হুংসিত মনে কিলে যেন লেনেছে  
অসহ একটা হৃদয়ক্ষি !

ছি'ড়লো ইঞ্জিনাল  
কসে' চুরমার হ'লে স্বপ্ন,  
শবের আর হরের অরণো দাপলো আগুন,  
পুড়ে' ছাই হলো শবের ইমরত ।  
তুমি আরাম-কেনারা ছেড়ে উঠে গেলে,  
বোধ হয় অন্ত-পুরে,  
আমি তখন শায়কের খোলস হাতকাছি ।

কিন্তু নিত্যসুই বর্ষের এই ত্র্যমোকোন,  
নিত্যসুই এ বস বেঁটা কম !  
স্বপ্নের একটু হ'লো না বিকৃতি,  
পশ্চিমী ওস্তাদ হোঁচট খেলো না একটুও,  
ভার হ'লো না কোনো বৈখ্যচাতি ।  
কুসহ নিরমাত্তবস্তিতার গান চললো এগিয়ে,  
—আজ এই মুহূর্তে সে গিরীনবাবুরও কীতদান ।



## কবিতা

মিস্—

অজিত কল

কলহ-কলহ ডাঙো ! ও কেবল কৃষ্ণ তোমার ।  
হাস্যব্যঙ্গ সকলের চোখের উপরে তাই বৃষ্টি  
সেই তব কলহের ঐশ্বর্যের মহামূল্য পুঁজি  
চণ্ডে আর দ্ব্যাকামিতে নানাস্তাবে করিছ প্রচার ।  
‘হ্রোণদীর কথা তাবি’ মনে আনিয়ো না অহঙ্কার  
উষাকালে তব নাম মাতৃদেব নরিতে চোখ বৃষ্টি,  
হুঁতাপা, হুঁতাপা তব, হাস্যব্যঙ্গ তোমার ঠিকুণী,  
সেখার নক্ষত্র নাই অনির্জ্ঞান অরশ্মিহতার ।

কলহ-কৃষ্ণ খোলে ! বহু প্রেম গর্ভে যদি চাহ—  
যদি ভালোবাসিবার শক্তি থাকে, প্রিয়তম মাঝে  
জাখো তবে পার্থ-ভীম-বৃষ্টিধিরে, পদ পাওবেয়ে ;  
‘বে-কলহে লুহ করি’ বহু হ’তে বহুতরুদেয়ে  
উর্গায় টানিতে চাও—সে-কৃষ্ণ নারীয়ে না সাজে,—  
বিশ্বাস করিতে পারো, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বিবাহ ।

বিবসিধা

বিক্রম দে

তোমাকে রাখিয়া কূরে শুবে মোর চিত্ত প্রাণ রাখে  
তোমাকে বেবিলে বী-বি করে মোর চক্ষুস্বাধীন  
তোমার নিখাস হানে বিববহি মোর নাসিকাতে  
তোমার কথার মোর হৃদি পায় নিদারুণ শীতা ।  
তুমি স্নিগ্ধ অবিদীন কথক। শেহাত-বহু সাপ ।  
শিঙ্গিটির স্পর্শ পাই তোমার ও অশ্রু আঁড়নে ।  
সাম্প্রতিক শীফা তুমি মোর সারা বেহু ওঠে কুলে,  
কুনার স্তব্ধ তুচ্ছ পুণ্য করে উদ্যাবের পাপ ।

অবজার অবগাহি' লভিলাম প্রাণের বিস্তার ।  
ভাগ্য তব মোর হাতে । অশ্রুটের দৃষ্ট পরিহাসে  
নিজ অগম্যতা পাও বেবিলে কি ? শোনো হাহাকার ?  
কুনা মোর হৃদয়—কুনার এ সমুদ্রের পানে  
প্রেম বে গোপন বর শুধু প্রাণ কীণ বীভিকার ।

## গদ্য ছন্দ

বাঙলা গদ্য ছন্দ সবচেয়ে সচরাচর এই ধরনের সব মনুষ্য চেনতে পারে :

১) কবিতা লেখা এতদিনে সহজ হ'লো ।

২) ইংরিজি ক্রী ভাষার মতো এ কিছুই হচ্ছে না ।

৩) এর কি প্রকৃতই কোনো সার্থকতা আছে, না কি এ একটা নতুন কামান মাত্র ? যদি কোনো সার্থকতা থাকে, সেটা কী ?

১) অত্যন্ত কাঁচা কথা । কবিতা লেখা সহজ মোটেও হয়নি । যেখানে বড় বেশি স্বাধীনতা সেখানে তত বেশি দাড়ি ; এবং সেই দাড়ি-রক্ষা আত্মবিশ্বাস কমে ও অধিকতর শিকাগাপেক । কাব্যক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাস পড়ে লিখলেই ভালো হবে ; তাতে না নিছকোয়ার ভাষণা কম । তৃতীয় চতুর্থ ইত্যাদি প্রকার গদ্য গদ্য ছন্দের খুঁটি ধরে-ধরে কোনোভাবে যদি বা চকতে পারে, গদ্যের গোল আকৃতির তার আত্মপাই নেই । গদ্যের মিল ও ছন্দের কোনলই সহজ, ও সাধারণের অধিসমা ।

২) ইংরিজি ক্রী ভাষার সঙ্গে বাঙলা গদ্য ছন্দের কোনোই সম্পর্ক নেই । এ-কথাটা খুব ভালো করে বোঝা দরকার । ক্রী ভাষা কথাকাঁচি বলেছে যে সে ভাষা—মানে গদ্য ছন্দ—*prose* । বাঙলা গদ্যছন্দ গদ্য, ভাষা *prose* নেই । গদ্য লেখা কবিতা, খাঁটি গদ্য ।

• এইটুকু ও অল্প কোনো-কোনো আনন্দিকান কবি গদ্য কবিতা এ-এসে বসতি না । যদি ইংরেজির কের কের দুটো আদর্শ হয়, কি, এই গদ্যের সেরা নিকট গদ্য কবিতাগুলি বিশেষতঃ উল্লেখযোগ্য ।

## কবিতা

৩) আলোচনার যোগ্য। জাহঙ্গীর কবর; সংক্ষেপে বলি। পড়ে হৃদয়ের ও মিলের খাতিরের অকাগন কথা, ব্যক্তি শব্দ, অর্থহীন বিশেষণ প্রকৃতি বসন্তে হৃদ কখনো-কখনো মধু কবিকেশে। যা বলতে চাইনে তা বলা হ'বে যায়; আসল যেটা বলতে চেয়েছিলুম সেটা হরতো ঘুরে পড়ে' বইলো। (কথাটা কবিতার পাঠকরা বুঝতে না পারেন, কিন্তু যিনিই ওগনো কবিতা লেখায় হাত দিয়েছেন, তিনিই উপলব্ধি করবেন।) হুতরাং কবিতাকে একটা স্তরে নিয়ে যাওয়া যাক যেখানে ও-সব বাস্তব অনায়াসে ছেঁটে ফেলতে পারবো; ঠিক বেটুকু বলতে চাই নেটুকু বলবো; যা বলতে চাইনে তাকে মোটে জাহঙ্গীর দেবো না। বাঙলায় এর উপায় সম্ভব। এ-প্রসঙ্গে পাউণ্ড প্রকৃতির ইমেজিষ্ট ম্যানিকেস্টো অগ্রহীত।

## ২

সব কবিতা মিথ্যে এই নিয়মগুলো আয়ত্তা ঘেনে চলি :

১) ব্যাকবিস্তার ঠিক পদ্যোত্তর—মুখের ভাষায়—মত হবে। কোনোরকম 'পোরোটিক লাইসেন্স' নেই।

২) সবচরিত্র ও তা-ই। পদ্যে চলে না, এমন কোনো কথা অব্যবহার্য। [সাধারণত বাঙলা পদ্য কবিতার—এমনকি পদ্যো—সকল বিশেষত্বের বহু সংকুত প্রতিশব্দ স্বীকৃত। সে-সব প্রতিশব্দ একেবারে বর্জনীয়। হাতকে হাতই বলবো, আকাশকে আকাশ, রাতিকে রাত্রি, সমুদ্রকে সমুদ্রই বলবো। এ-বিষয়ে বিশেষ একওঁরে হুজুরা দরকার। কবর পদ্যে রজনী সাগর প্রকৃতি শব্দকে পদ্যে চুকতেই দেবো না। অবশ্য কোনো-কোনো

হলে কবিতাবিশ্বের অনিবার্যতা। এই ব্যতিক্রম দার্শনিক হ'তে পারে। আমার নিজের মত, পদ্য রচনাতেও এই প্রতিশব্দগুলি যত বাহ্যে চলা যায়, ততই ভালো। এর উদাহরণ জীবনানন্দর কবিতা। তাঁর পদ্যেও প্রতিশব্দের বর্জন উদ্দেশ্যবোধ্য। 'কবিতা'র দ্বিতীয় সংখ্যায় অন্তিম মন্তব্য পদ্য কবিতাটিতে এর ব্যতিক্রম হয়েছে—দেটা ভালো হয়নি।]

৬) সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে বিশেষণ নিতে আপত্তি নেই; কিন্তু অকার্যকর বিশেষণ বিশেষরূপে পরিহার্য।

[পদ্যরচনার প্রায়ই দেখা যায় মাঝে-মাঝে বিশেষ কয়েকটি পংক্তি কথা করে' ওঠে, ব্যক্তি কথায়গুলো ওজন স্তরাবার কাজে মাল। পদ্যে প্রতিটি কথাকে কথায় কওয়াবার সুযোগ আছে।]

### ৩

পদ্যই যদি, পদ্যের মত করে' একটানা লিখে গেলেই হয়, পদ্যের মত ছোট-বড় লাইনে সাজাবার কী ব্যবহার? পদ্যের মত করে' কেউ যদি লেখেন আমরা আপত্তি করবো না। তবে চোখের অভ্যাসকে অনেক সময় মানতে হয়। তাছাড়া, পদ্যের জন্য অল্পসংখ্যেই পংক্তি ভাগ করা বোধ হয় বেশি সুভিসদৃশ। পংক্তিগুলো নিজের ছন্দের অনঙ্গীকার্য বোঁকেই এক-এক ছায়ায় বেয়ে যায়, সেটাকে ধীরে ধীরে করাই ভালো। আর পদ্য কবিতাকেও ট্যাঙ্ক-অল্পসংখ্যে ভাগ করা চলে। তাতে নিয়মিত কি অনিয়মিত মিলেরও ক্ষেত্র আছে : ছুতরাং কবিতার মত করে' লেখা ছুতরাই দরকার। তবে এমন কবিতা নিশ্চয়ই হ'তে পারে পদ্যের মত করে' লিখলেও যার কতি হয় না।

ବିଦ୍ୟା

সমা হৃদয় কি দৃশ্য নিম্নিকের উপযোগী, তা বর্ণনার ও নাটকীয় কবিতার ।  
এ-প্রকার কোনো যোগাঙ্গা নেই । বিভিন্ন কবির হাতে বিভিন্নরকম হবে, হ'তে  
যাযা । সবর সেনের ছোট-ছোট নিম্নিকে ছন্দাধেপ কাঠিন্তে সংহত । বেন  
কবিতার জাধেছেন । প্রেনেজের 'জাযা'র আধতা পেয়েছি মনের কবিতা ।  
যবীজনাথ 'পুনন্ত'তে অনেক দীর্ঘ বর্ণনার ও নাটকীয় কবিতা দিকেছেন  
( 'পাদমোচন' 'শিশুতীর্থ' ইত্যাদি । ) নিজস্ব কেরে সার্থক সকলেই ।  
পতে যেমন, তেমনি গদ্যও মতগতকম কবিতা পেয়া হ'তে পারে ; তে কখন  
কী রকম লিখবেন তা অবশ্য নির্ভর করে প্রতি কবির কয়তা ও তৎকালীন  
বোকের উপর ।

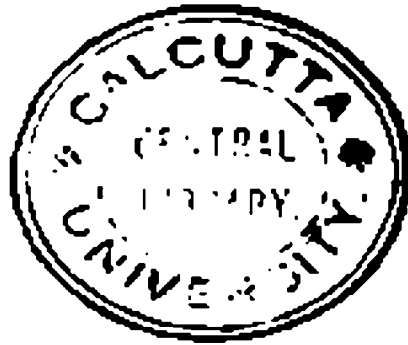
কোথায় পদোন্নতি শেষ আর পদোন্নতি আরম্ভ তার নির্ধারণ বাঙালীভাষায়  
অসম্ভব সুবোধ সহজ। পাখি সব করে বব ভাতি গোছাইল আর পাখিরা  
ডাকছে, তোরা হ'লো (কি, ছুঁয়ারে প্রস্তুত পাড়ি, বেলা বিগ্রহের আর  
সুপুরবেলা, ছুঁয়ারে গাড়ি ঝাড়িয়ে) এ ছুটো উক্তি একেবারেই আলাদা  
জাতের। 'পুনশ্চ'র পেনের দিকে কয়েকটি রচনা আছে—তা পদোন্নতি বসত  
পড়া যায়, 'আবার পদা করে' পড়াও শক্ত হয় না। এ ধরনের রচনা ঠিক  
জানসবত বসতে পারিলে। পদ্যকে ণী সোজাছবি অধিক পদ্যই হ'তে  
হবে।

উল্লিখিত নির্যস্কলো ধেনে নিরে পদ্যো লিখলেই হয়, পদ্যের কী ব্যবহার ? পদ্যো লিখলেও আদি ও-নির্যস্কলো দ্ব্যাসক্ত্য মানবো, তবে পদ্যেরও ব্যবহার আছে। কোনো-কোনো কথা যেন পদ্যেই ভালো বলা চলে। পদ্য কবিতার একটা ক্রান্তনবক্ত বাহন, এই কথাটাই শুধু আয়ত্তা জোর দিবে বলতে চাই। তবিত্ত্ব কবিতার তাবা পদ্যেই, কি পদ্য আবেগ-আবেগ

## কবিতা

পদ্যকে স্থানচ্যুত করবে, এমন কথা 'কবিতা'র সম্পাদকরা কখনো মনেও  
আনেন না, কেননা তাঁরা পদ্যরচনার চর্চা ছেড়ে বেননি, দিতে পারেনও না।

অতি সংক্ষেপে যেটা কথাগুলোই শুধু ছুঁয়ে যাওয়া গেলো।  
এসবকে আরো অনেক দৃষ্টি আনোচ্চনার স্বরকার হক-তো আছে; কিন্তু সে-সব  
অটল তর্কের আদলী কীভাবে 'কবিতা'র সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা নয়।



'কবিতা' সংক্রান্ত সমস্ত চিঠি-পত্র ১২ বোসের বিএ বোড, তবানীপুর, কলিকাতা  
এই টিকানায় প্রেরিতব্য।

'কবিতা'র প্রতি সংখ্যা নিম্নলিখিত টিকানায় প্রাপ্তব্য :

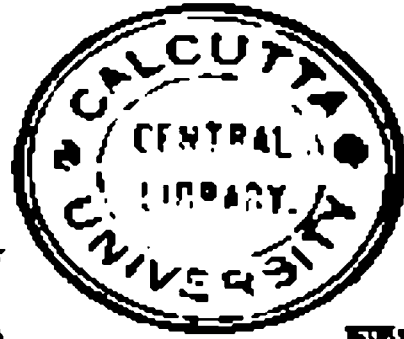
এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স : ১৪ কলেজ রোড,

ভব ফেণ্ডস্ এণ্ড কো : ১১ কলেজ রোড,

মি. এম্. লাইব্রেরি : ৫২ কন'গ্রেসিস ট্রিট.

কলিকাতার প্রাককরা এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স-এ ও 'কবিতা'র বার্ষিক মূল্য জমা  
দিতে পারেন।

# কবিতা



প্রথম বর্ষ

আষাঢ়, ১৩৪৩

চতুর্থ সংখ্যা

ভানু অশ্রুচন্দ্র

সমর সেম

একটি স্মৃতি

আমার চোখে ঘুম নেই,  
যখনি স্নান চোখ বৃষ্টি—  
চারদিকে ঘেঁরে দীপ্ত জ্বলে  
স্বর্গীয় অন্ধকার।

আমার চোখে ঘুম নেই,  
অসম্মান দিনগুলি আমার হৃৎকণ্ঠ।

দিন নেই, স্নান নেই, বারে বারে চম্কে উঠি—

তুমি যেন পড়ে—

কঠিন অন্ধকারে অবলম্বিত বাতাস

দেহালের উপরে বিহীন ছায়া,

আর তোমার পানে—

স্মৃতি-আপত্ত-স্নান আমার বীৰ্য্যবাস।

স্নান নেই, দিন নেই, বারে বারে চম্কে উঠি,  
আমার যেন শক্তি নেই, আমার চোখে ঘুম নেই,  
অসম্মান দিনগুলি আমার হৃৎকণ্ঠ।



আমি একটি স্বাক্ষি

হেমন্তের সোনালি আলো সখুই ধাসে ।

তারপরে,

কাঁকা মাঠের নিঃসব, গভীর স্বাক্ষি,

আমি নীড়হারা পাখীর মত নিঃসব আকাশে ।

মাকড়সার মূখের মতো তোমার কালো চুল

আমার মূখের উপরে নামুন

সেই চুল, সেই গভীর চোখ, নরম শরীরে

সেই পুরোনো মকতুমির ব্যাকুলতা ।

আমি কেন জানি যত্নে অলুপ্ত করি,

আকাশের বিতীর্ণ সূক্ষ্মপ্রভ,

পছন অভকারে দীপ্ত পূর্ণা যখন

হানা যায় হাব স্বাক্ষিকে ।

### একটি মিউজিক কবিতা

অন্ধকারের গুহতা ছেঁও কে বেন বঙ্গ—

“জানো, কাল রাতে মিলির বিয়ে হ’বে গেছে ?”

—অন্ধকারের দীপিতে সে বক পাখরের মতো ।

“ও কিছুই নয়, কদিনই বা মনে থাকবে ;

তবে হৃদয় কোনোরাত্রে প্রতিবিম্বের সময়

হঠাৎ ভোমাকে মনে পড়বে,

আর সেদিন সময় রাত

চোখে আর ধূম আসবে না ।”

অন্ধকারে ওর রাত হাসিতে প্রকটক করে উঠল ।

কিছুই নয়, শুধু আকাশের মহাপুত্র, বরাণাসীর কান্না,

আর হাওয়ার

নাহীন ফুলের অসুত চাপা পড়

দুর্ভাগ্যের নিঃশব্দ কান্নার মতো ;

আর বসন্তের কোনো রাতে—

“পল্লবীধির” জলে বখন ছাড়া গভীর হবে,

তখন বাঁসনায় রাত বেহ,

কার নিঃশব্দ, অদৃশ মৃতি চকিতে আসবে

নিবীলিত চোখের অন্ধকারে,—

আর সে রাতে পৃথিবীর সময় ধূমে ছঃখর ।

## কবিতা

### ধৃতি

ভাবনায় আমি পেলাম অনেক দূরে,  
অনেক দূরের সেই দেশে,  
বেখানে ঘায়ে বস আছে

সবুজ পাতায় রান পাখীর মতো ;  
আর আমি ভাবলাম—

একটি মাহুতকে কুন্ডে কতোদিনই আঃ লাগে,  
কতোদিনই বা লাগে পরীর খেকে মুছে ফেলতে  
আর একজনকে পরীর-সর্বস্ব আলিঙ্গন ;  
মহাবিশ্ব আশ্বরে বিকৃত বিলাস,  
স্রাকারিণের মতো মিস্তি  
একটি মেয়ের প্রেম !

এখানে নিদ্রাশ্রয়ই বসন্ত নাম্বে  
সবুজ উদ্যম বসন্ত !

কিন্তু সাইকেলে-কেয়া কেয়ানির চাতিতে,  
দিনের পর দিন  
বড়ির কাঁটার মত মূর্ত্তওলি হয়ে  
বৃত্ত্য-মুখর স্তম্ভের কাছায় ।

## কবিতা

ভাটবিনের গায়নে  
হরে-বাগ্‌দা হুহুকের দুখের বহনকার  
সহর এখানে কাটে ;  
এখানে কি কোনোদিন বসন্ত নামবে,  
সবুজ উদ্‌যাম বসন্ত !  
আর কোনোদিন কি দুখে যাবে  
স্বাক্ষরিনের মতো দ্বিষ্ট একটি মেয়ের প্রেম ।

—উদ্‌যাম, কবিতা বাগ্‌দাদ বেন  
এড্রিয়েন বসন্ত নামবে ।

## কবিতা

### ক্রান্তি

সময় সেন

অনেক ঘাড়ে

গহন অরণ্যের পিছনে চকিতে টান উঠে এলো,

কৃষ্ণাশ্রয় শুভ, হৃদয়, হৃকঠিন ।

আর হাওয়া দিলো

উত্তরের বহুদূর দিগন্ত থেকে ।

হৃকের কোয়ারে ক্রান্তির শুভতা এলো ।—

আজ, আলিঙ্গনের স্রব বহন

কি স্বপ্ন ঘেন ব্যয়ে-ব্যয়ে আসে,

নে-স্বপ্ন মেঘের অবকল অন্ধকারে

চকিতে কিলে ফুলের গন্ধ আনে,

আর আমার হাত চোখে পুষ আনে না ।

## কবিতা

### বিবাহ

সখর সেম

৬

বহনীগছার আফালে কি বেন কাপে,

কি বেন কাপে

পাহাড়ের বক গভীরতা।

তুমি এখনো এলে না।

মহা নেমে এলো : নক্ষত্রের করণ আকাশ,

গন্ধে-ভরা হাওয়া,

আর পাতার মধুর-স্বনি।

## কবিতা

### উর্কনী

সময় সেল

তুমি কি আনবে আমাদের মধ্যস্থিত দ্বন্দ্ব  
বিস্তৃত হৃদয় মেঘের মতো !  
কিবা আমাদের দ্বান জীবনে তুমি কি আনবে,  
যে দ্বান উর্কনী,  
চিরন্তন সেবাসদনে যেমন বিষমুখে  
উর্কন মেঘেরা আনে :  
কতো অকৃত্রিম চিত্রিত দ্বান,  
কতো দীর্ঘদ্বান,  
কতো সবুজ সবুজ তিত্ত দ্বান মতো,  
আর কতো দিন !

## কবিতা

### শেষ বসন্ত

সমর সেন

কাঁকা মাঠে ঘোড় নেবি  
বিবর্ণ হলুদ ফুলের বন্ধা,  
কিসের কালো আঁতাস রোদে-শেফা বাসের উপাধি,  
আর অলস দুপুরে  
হাওড়ার কলকে শুনি শ্রমপাতার হাদ্যকার,  
আর দিনের পর দিন  
ভাল দিন ভাল রাত্রিকে প্রদক্ষিণ করে ;  
আছে। কি বসন্তের বহন। কাল  
তোমার সমস্ত পরীয়ে ?

পাছের সবুজ দিগন্তে ছড়িয়ে  
কুটি নেমে এলো,—  
আর একদিন নিষ্ঠুর, হুম্বর অভকার নাম্বে  
জালের ট্রেনের মতো চঞ্চল :  
তখনো কি তোমার পৃথিবীতে থাকবে  
পাহাড়ের পায়ে মতো লাল, অলস স্বপ্ন ?  
বলো,  
তখনো কি কাপবে বসন্তের বহন।  
তোমার সমস্ত পরীয়ে ?



## কবিতা

### একটি ঘের

সমর গেম

আমাদের স্মিত চোখের সামনে  
আজ তোমার আবির্ভাব হলো :  
স্বপ্নের মতো চোখ, হৃদয়, শুষ্ক মুক,  
যত্নম ঠোট বেন শরীরের প্রথম প্রেম,  
আর সমস্ত দেহে কামনার মিত্রীক আভাস ;  
আমাদের কসুচিত দেহে  
আমাদের দুর্ভাগ, ভীক অস্থরে  
লে উজ্জল হাসনা বেন ভীক প্রহায় ।

## କବିତା

ସମ୍ପ୍ର ଆସେ, ସମ୍ପ୍ର ଡେଇଁ ଯାଅ

ସୁଦେବ ବନ୍ଧୁ

ସମ୍ପ୍ର ଆସେ, ସମ୍ପ୍ର ଡେଇଁ ଯାଅ ।

କେ ଦେଇ ଉଠାଅ

କାନ୍ଦନୀରେ ପାକେ-ପାକେ ନୃତ୍ତିର ଚୂଡ଼ାଅ

ଐନ୍ଦୁସିରେ ପାକେ-ପାକେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଚୂଡ଼ାଅ ।

କାନ୍ଦନୀର ପାକେ-ପାକେ

କଳ୍ପନାର ବାକେ-ବାକେ

ସମ୍ପ୍ର ଆସେ ଅନାନ୍ତ ହାତୀର

ସମ୍ପ୍ର ନାୟେ ଚୋଧେର ପାତାଅ ।

ସମ୍ପ୍ର ନାୟେ ଅନ୍ଧକାରେ ଶକ୍ତିର ହାତୀଅ ।

ସମ୍ପ୍ର ଖେଳେ ସମ୍ପ୍ରାନ୍ତରେ

ଜୟ ଖେଳେ ଅନ୍ଧାରରେ

ଚିନ୍ତନର ଚକ୍ରସ୍ଥଳ,

ଅନ୍ଧତ୍ୱର ଆକ୍ରମଣ

ବର୍ତ୍ତେଇ ହାତୀଅ ।

## কবিতা

অস্বহীন আক্রমণ,  
অস্বহীন নিষ্ক্রমণ  
বসন্ত থেকে বসন্তেরে ।  
অস্বহীন অস্বহীন  
বুয়ে মরি মুঠ, অস্ব—কোথা মুক্তি, কোথা জ্ঞান  
কোথার নির্ঝাঁপ ?  
সে কি বুদ্ধির চূড়ায়  
সে কি প্রজ্ঞার চূড়ায়  
অথবা কি মৃত্যুর ভিম্বিত-চূড়ায় ?  
কামনার কুদাশায়  
কল্লনার কুদাশায়  
বসন্ত আসে  
বসন্ত আসে অশান্ত আকাশে  
বসন্ত আসে নির্ভীক হাওয়ায় ।  
ভাষায় বুম ভেঙে যায় ।  
বায়-বায় বুম ভেঙে যায়  
বিকেলবেলায় ।

## কবিতা

চেয়ে দেখি দেয়ালের গায়  
দুসর ছায়ায় ঢলে  
মলে-মলে,  
সারি-সারি  
কাকোনে ছায়ায় সব করে পায়চারি  
দেয়ালের গায়  
বিকেলবেলায় ।  
ছায়ায় প্রেতের দল দুসর ছাওয়ায়  
ভেসে যায়  
পৃষ্ঠতার সীমানায় ।  
অপ্রেয় প্রেতের দল দুসর ছাওয়ায়  
বোঝা ইন্সানায়  
ভাইনির চুলের মত জড়াজড়  
প্রেতের হাতের মত আঙুল বাঁকিয়ে  
পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠে সশিল ধোঁয়ায়  
চকিতে ছায়ায় ।

## কবিতা

আসে আসে ঘুম  
আসে ঘুম  
আসে ঘুম চোখের পাতার  
আসে ঘুম নির্লজ্জ হাওয়ার  
আসে ঘুম অস্বপ্নে রত্নের হাওয়ার ।  
কে বের তড়ায়  
কখনো পাকে-পাকে মুক্তির হৃদয়  
কখনো পাকে-পাকে প্রজ্ঞার হৃদয় ।  
অপ্নে ঘোলে  
পলে-পলে  
মেঘে-মেঘে আকাঙ্ক্ষা আকাশের তলে ;  
অপ্নে কাপে  
অপ্নে কাপে চোখের পাতার ।  
ঘন আবছায়া  
কাপসা ঘোছিনা  
আকাঙ্ক্ষা আকাঙ্ক্ষা আকাশের তলে  
উভয় মস্তক অনে  
উভয় মস্তক তলে  
অপ্নের মিছিল ।

## কবিতা

আকাশকার নীল  
আকাশের তলে  
গলে-গলে  
যত্ন অলে  
যত্ন অলে অত্যাশ্রয়ে যত্নে ছায়ায় ।  
কামনার ছুয়াশায়  
কল্পনার ছুয়াশায়  
যত্নের বীজের তরু নির্মল ছাওয়ায় ।  
যত্ন থেকে যত্নাশ্রয়ে  
অশ্রু থেকে অশ্রাশ্রয়ে  
আশ্রিতের চক্রমণ  
অশ্রুহীন চক্রমণ  
মুক্তিহীন চক্রমণ

—ভাবনায় যুগ তাতে বিকলবেলায় ।

## কবিতা

### এখন বিকেল

বুদ্ধদেব বসু

এখন বিকেল ।  
চলো বাই, যেইখানে নারিকেল  
হুনারির দাতাব-দাতাব  
মখিনা হাওদার ডেউ দোলে ।  
চলো বাইরে বাই ।  
চলো বাই রাত্তা পার হ'রে  
ট্রাম-লাইন পার হ'রে—কোঁকে-কোঁকে দেয়ালে-দেয়ালে  
শহুরের ছরত ডানার মত প্ল্যাকার্ডের দল  
কোঁকে-কোঁকে উড়ন্ত শহুর প্ল্যাকার্ডের দল  
হিঁড়ে কেড়ে নিতে চায়, কেড়ে নিয়ে খেতে চায় চোখ—  
আমরা একায়ে যাবো : যাবো যেইখানে  
হুনারির সহ-সহ ছায়া চলে  
সহ-সহ সাপের মতন একেইকে  
মখিনের হাওদার ডাড়াই ।

## কবিতা

আমাদের এ-পাড়ার  
শান্তি নেই, চারদিকে প্রায়োকোন । আমাদের এই করে  
আলো নেই, চলে বাইরে বাই ।  
কড়া ইলেকট্রিক আলো কাঁচা ওষির দস্ত সাদা  
এখনি আলতে চবে । চাখের চামচে  
বাজবে তোমার  
হাতের চুড়ির তালে-তালে । পাখের ফ্যাটের  
উহনের বেঁগা এসে নিমেষে নিঃশ্বাস  
কেড়ে নেবে—অতি-উচ্চাসিক সমালোচনার দস্ত ।  
তবু—তবু এখনো বিকেল  
বাইরে বিকেল ।  
এখনো বিকেল আসে চলে-চলে কলকাতায়  
এখনো কোকিল ডাকে হঠাৎ-ব্যথার দস্ত  
দক্ষিণে হাওয়ায় ।  
আমরা আজ হুঃসাহসী সমুদ্র-বহাও দস্ত  
চলে লুঠ করে' মানি বিকেলের ভঙ্গকথা-বীণারে ।  
কী জ্বলন্ত তুমি ! তোমার নরীর বেন পাল-তোলা নৌকার যান্ত্রিক,  
হলুহলু আলের চেউরের দস্ত চুল ।



## কবিতা

চলো চলো ! সন্ধ্যা সন্ধ্যার  
আঁচল উড়ালে হাও ফুল-ওঠা পালের মতন  
দক্ষিণে ছাওয়ায় ।  
চলো যাই, যেইখানে নারিকেল  
হৃদয়ার অঙ্কিত কালের  
ছায়ার আলোর  
কঁকে-কঁকে আলোর সোনালি গুঁড়ো  
সোনালি বৃত্তির মত করে  
ঘাটের উপরে ।  
হঠাৎ-বাখার মত যেখানে কোকিল  
চুপচাপ আকাশেরে ছিঁড়ে দিয়ে যায়  
দক্ষিণে ছাওয়ায় ।  
সেখানে সোনালি আলো বৃত্তির মতন করে  
মুখের উপরে । আলোর মতন করে  
তোমার আমার মন , ঘোড়ের মতন পরস্পরে  
চেউয়ে-চেউয়ে বলকে-বলকে মিশে যায়  
তোমার আমার মন ।

## কবিতা

এইখানে আকাবাফা ছায়ায় বুনোন  
ভরে' দিলো মন ।  
চেয়ে দ্যাখো, স্বস্তির আনন্দা খোলা ।  
চেয়ে দ্যাখো, কত যেখ ঘোমের মতন জলে' গেলো  
ঘোমের মতন গলে' গেলো।  
পশ্চিমের লাল ।  
দিগন্তের আম-জাম-নিম  
যেখানে নিষিদ্ধ নীল, সেখানে পশ্চিম  
লাল হ'লো  
লাল মশালের মত ।  
লাল মশালের মত উদ্ভাস স্বস্তির  
জলন্ত পশ্চিম ।  
চেয়ে দ্যাখো, দিগন্তের নিষিদ্ধ স্বস্তির নীল  
হঠাৎ উদ্ভাস হ'লো স্বস্তির ছায়ায় ।  
তলোমলো তলোমলো  
পশ্চিম চকল হ'লো,  
সুন্দর চকল হ'লো  
ডোয়ার আয়ার ।

## কবিতা

৯

চেঁষে দ্যাখো! হৃদয়ে পাতার মত ঘুরে-ঘুরে  
কানে-কানে এলোমেলো কথা কয় :  
এলোমেলো এলোমেলো  
ভয়ে বসন্ত এসে  
তোমার আমার ।  
এখন বিকেল, চলো বাই  
চলো বেঁইগানে নাড়িকেল  
সুনারির পাতার-পাতার  
মক্ষিণে হাওয়ার খোলা ।  
চেঁষে দ্যাখো, বৃষ্টির আনন্দা খোলা,  
চলো বাই । আর  
আর-একটু কাছে এসো, হাত রাখো হাতে ।  
কানে-কানে কথা কই হৃদয়ে পাতার মত  
হৃদয়ে পাতার মত ঘুরে-ঘুরে মক্ষিণে হাওয়ার ।  
হৃৎ-তো উঠবে চাঁদ  
উঠবে হৃদয়ে চাঁদ  
মাঝার উপরে  
আর-একটু পরে ।

হলবে গাভার মত একমুঠো চাঁদ  
হালকা নদীর মত উড়ে চলে' যায়  
দক্ষিণে হাওয়ায় ।

হু-তো উঠবে চাঁদ  
হু-তো উঠবে চাঁদ মাঝার উপরে,  
হু-তো হুটেবে চাঁদ বৃক্সের তিওরে  
ভোমার আঘার ।

এসো, আর-একটু কাছে এসো, আর  
রক্তের নদীতে নোহো চাঁদের ছোয়ারে ।  
খাঁটোনাটো ছোটো ছোটো আমাদের বাসা,  
যে বসে' গাভার দাঁড়ির গ্রামোবোন;  
ত'কে-ত'কে ঘ্রাকার্তের নবুনের পাখা  
আমাদের দিনের মুখেই ঢেকে দেয় ।  
আমাদের দিনগুলো ত'কো-ত'কো হ'য়ে জেওে যায়  
ট্র্যাকিঙের ঢাক-ঢাকায় ।

তবু—তবু এখন বিকেল ।  
এখনো বিকেল আসে চুপি-চুপি কলকাতায়  
হঠাৎ-খাখার মত এখনো কোকিল তাকে  
দক্ষিণে হাওয়ায় ।

## কবিতা

এখনো কলকাতার আকাশের সিঁড়ি ভেঙে  
হুপি-হুপি উঠে আসে চাঁদ ।  
এখনো রক্তের ঘোতে চাঁদের ঘোয়ায় ।  
এখন বিকেল  
সলোমলো জলিছে পশ্চিম  
চলো, চলো ।  
এলোমেলো সন্ধ্যা হাওয়ার  
স্বস্তির আবালা খোলো, চলো  
চলো ।  
হু-তো উঠবে চাঁদ মাথার উপরে  
আর-একটু পরে ।

୧  
ନନ୍ଦନାଳା

ଜୀବନାମଳ କାଳ

କାହାଣୀର ମଧ୍ୟ ହେଉ ନନ୍ଦନାଳା ଆଧାର  
 ସେ କେ ଏକ ନାରୀ ଏମିତି ଡାକିଲ ଆସାରେ,  
 ସମ୍ପର୍କ, ତୋହାରେ ଚାହିଁ : ସେହୁର କଂଳର ମତ ନୀଳାକ୍ତ ବାଧିତ ତୋହାର ହୁଏ ଚୋଖ  
 ହୁଏହୁଛି ନନ୍ଦନା ଆଦି,—ହୁଏହାବ ପାଖ, ନାହିଁ,—  
 ନନ୍ଦନାଳା ନନ୍ଦନାଳା ନାମେ ଦେ ଆଲୋକ  
 କୋନାକୀର ନେହ ହେଉ,—ହୁଏହୁଛି ତୋହାରେ ନେହିବାନେ ;—  
 ହୁଏହୁଛି ନେହା ମତ ତାନା ମେଳ ଅନ୍ତରାଳର ଅନ୍ତରାଳରେ  
 ବାନସିକି ଦେବେ ଦେବେ  
 ନୋନାଳା ନିଜିର ମତ ନାମେ ଆସ ବାନେ  
 ତୋହାରେ ହୁଏହୁଛି ଆଦି ନିଜିର ମତ ଶ୍ରୀମେ ।

ବେନିଲାମ କେହ ତାର ବିମଳ ନାହିଁର ହେଉ ତହା  
 ନନ୍ଦନାଳା ଆଧାରେ ଡାକି ନିଜିର ତାନେ ସେହି ନାହିଁର ସେହି ହତା ;—  
 ବାକା ଚାନ୍ଦ ବାକେ ବାର ମାଧ୍ୟମ ଉପର,  
 ନିଜିର ମତନ ବାକା ନୀଳ ଚାନ୍ଦ ନୋନେ ବାର ବାର ।

## কবিতা

কঙ্কির মতন নানা মূৰ তার,  
দুইখান্য হাত তার হিম,  
চোখে তার হিমল-কাঠের বস্ত্রিম  
ঠিতা জলে : কবির নিঃস্বের মাথা পদ্মমালা যেন পুষে যায়  
সে আঙনে হার ।

চোখে তার  
যেন শত শতাব্দীর নীল অঙ্ককার !  
তব তার  
কল্প নঃস্বের মত,—দুবে আর্দ্র,—কবেকার পশ্চিমোদয়াসার !  
এ পৃথিবী একবার পায় তারে—পায় নাক' আর ।

## কবিতা

### বুনো হাঁস

#### জীবনামল্য দ্বন্দ্ব

পেঁচায় ধূসর পাখা উড়ে যায় নক্ষত্রের গানে,—  
অলা মাঠ ছেড়ে দিয়ে চাঁদের আলোয়ানে

বুনো হাঁস পাখা মেলে;—খাই খাই নব শুনি তার ;  
এক—দুই—তিন—চার—অকস্মিক—অপার—

রাজির কিনার দিয়ে জাহাঙ্গীর ক্ষিপ্ত জানা কাড়া  
এজিনের মত নখে ; ...ছুটিতেছে—ছুটিতেছে তারা ।

তারপর নড়ে থাকে নক্ষত্রের বিশাল আকাশ,  
হাঁসের গানের জাল,—হু একটা কল্পনার হাঁস ;

মনে নড়ে কবেকার পাকারীর অক্ষকণা সান্ত্বনের মূৰ ;  
উদ্ভক উদ্ভক তারা পউরের জ্যোৎস্নার নীরবে উদ্ভক

কল্পনার হাঁস সব;—পৃথিবীর সব ধনি সব হুঃ দুঃ মেলে পর  
উদ্ভক উদ্ভক তারা কবরের শব্দহীন জ্যোৎস্নার স্তিতর ।



## কবিতা

### শ্রুতীক

### সুখীন্দ্রনাথ বসু

ঘিলের নোওয়ায় ঢাকা নগরের নীল নটরল ;  
নগরের আকর্ষণে আকর্ষীর পূণ্য ঘোড়ে ঘুরে ;  
ছুটি-নাওনা হাসিমুখী বল বেঁধে করে কোলাহল ;  
পবিত্র পদচর্চা বিচারিছে বিমুক্ত বায়ুবে ।

তুমি আর আমি মোটেই বসে আছি সীমার কোণে,  
অগ্রভিষ, অশান্তি, অনাহুত অস্তিত্বের মতো ।  
আমি না, তি তার আগে তব যৌন চিত্তের পতনে,  
জিহ্বার সংসর্গ ঘোরে করে গলা বৈঃসদ্যবিস্তৃত ।

তাই ব্যাধি নৃতি মোর অস্তিত্বের নিয়ন্ত্রিত লোকে,  
ছায়াতরী-বিবর্তিত মকমুখী প্রেক্ষণদীপনে,  
নির্ভাক বৈদেহী এক মেঘাচ্ছন্ন চক্রে অলোকে  
সাব্যস্ত্র মূলমন্ত্রে নীচা দিলো আমিরে বেখানে ।

সে-নিগম সাধনার হৃদতো বা ফটেছিলো জটিল ;  
মিলে নাই মোক, শুধু ছিঁকে গেছে জীবনের কোষ ।  
সেই থেকে বেঁচে আছি যরণের নৈবী পারে লুটি ;  
আমাদের ক্রোধে লোকে, জনগণে বিতীর্ণিক। মোর ।

তবু বিশ্বমানবেরে একমাত্র সত্য খ'লে জানি ;  
অতিমর্ত্য। তারি অন্ন, বিধাতা যে স্বপ্নপূর্য তার ।  
সত্যতার রক্তলিপ্য হবে গেছে আর কানাকানি ;  
আদর্শের নৈববাণী প্রতিশ্রুতি প্রকৃতি-তহার ।

তাই মাতৃয়ের দিকে বারবার মেলে বেই হাত,  
আবৃত্তিক হিসাবারে বারবার হুই পশুশ্রম ।  
জানি নেই অন্ন-সতি, তখানি সে-আহ্নিক আশাত  
সকালে উৎসাহে বিধা, নিরুৎসাহে চর উৎস্রম ।

কিন্তু কেন নাই জানি, এ-হৃৎসিত বৈরী প্রতিবেশে  
তোমার সান্ত্বনা খ'লে নিবাত্তিক আলাপের মাঝে,  
অকস্মাৎ মনে হব, শৌভাগিক বিকল নিরুৎস্রমে  
আমার অভ্যাসবাস কুয়াইলো আত্মিকার মাঝে ।

## কবিতা

অথচ বলিনি কিছু, বলিবার কিছুই যে নাই ।  
নাটকীয় মঞ্চবাসী করি নাই যোরা বিনিময় ।  
আকর্ষি কালের বাস জানাইনি পনের বড়াই ।  
নবনে নবনে চাহি চারিচক্রে আগেনি বিশ্ব ।

হুজুতো বা তাই তুমি বহিঃস্থ বৈষ্ণব মম মেখে  
অস্বীকার করিবে না মোর গুপ্ত মৌল আনিটিয়ে,  
চিনিবে সে-চিরজীবে মরণের অস্তরালে খেঁক  
যে নদিয়ে কল্কক্রমে দু'গে দু'গে নিত্য পৃথিবীয়ে ।

চিনিবে সে-আত্মতোষে, এটমতো। তুর্ণ সঙ্কীর্ণ  
যার কাছে স্রোতের আকর্ষণ অনন্তের চেয়ে ;  
বস্তু হ'বে বায় বায় অদ্বৈত বিজ্ঞির জীবন  
বিরল অমৃতযোগে সন্ধ্যাবের প্রতিভাস লেখে ।

সম্ভবত এও জাতি, যাদ্যমর কুমিও বৃষ্টি বা ।  
হুজুতো বাহ্যারে বেখো, সেও নয় জাযার অধিক ।  
তবু, যদি সত্য হও, মনে রেখো আজিকার দিবা  
তোমারে করিলো, দেবী, অহংকারী প্রাণের প্রতীক ।

## কবিতা

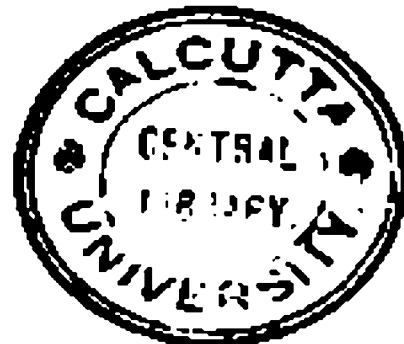
আলো

স্বত্বশেখর উপাধ্যায়

তোমার ওই কোণের ঘরটিতে যাত্রা আলো জন্ম,  
জানাম! দিবে সে আলো আনন্দ আমার ঘরে,  
পক্ষীর উপরে যাবে যাবে পড়ন্ত কণিক ছায়া,  
তবেছিলেম তুমি অধ্যবসায়ী ছাত্র ।

নিভৃতি হাতে হঠাৎ যেদিন ঘুম স্তব্ধ হেত,  
যেহেতু সেতেন তোমার সেই আলো,  
যে আলো প্রতি পক্ষীর জলে উইত,  
শীতে গ্রীষ্মে, পূর্ণিমায় অমাবসায় ।

হঠাৎ একদিন বেধি তোমার ঘরে আলো নেই ।  
দিনের পর দিন যায়, সে আলো আর জল না ।  
জানি না কেন আমার মন কেমন করে,  
কেউ ত কিছু বলে না, অগ্নিসেপক হস্তে লজা হয় ।



## কবিতা

### সূর্যোদয়

বিজ্ঞান মৈত্র

গভনী তখন প্রচাতকরা  
রুকাবস্তন আর উল্লোচিত হয়ে এল,  
তারই অন্তরালে দেখা গেল  
নিশাভড়ানো স্বপ্নের আঁখির নিবৃত্ত আবেশন ।

আকাশের তারা স্তিমিত, ককাদ্রুমের  
বিশীর্ণ চান মধ্যপথে মন্থর ।  
গিরিসাহস্রমিতে কুয়াসা ভড়িরে আছে  
বাণীহীন নিলিষ্ট নির্ভরতার ।

আদি মেঘটি, তোর হল এই হ্রদ যেনে  
লাল মাটি আর লাল মহার যেনে ।  
পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের অনর্বাণ্ড স্তব্ধতা  
তোরের অলস বাহু-স্পর্শে বেহ মিত ।

## কবিতা

একটা পুরোনে। ছবি দেখলুম নূতন করে  
যে ছবি দেখিনি যতদিন। অবচেতন হিংসম  
বিংশ শতাব্দীর ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজ্‌মের গুণ্যোগে  
আর সময়োত্তর ইকনমিক্‌সের গাঢ় মনে।

আমার মগচৈতন্যের প্রকাশস্থল আজ  
দেখতে পেলোম এইখানে এই দূর দেশে।  
ভাবটি মনে-মনে কোথায় ছিল এ আশে।  
ভারি স্নর্গে শিউরে উঠেত আমার মন।

হঠাৎ চমকে চেয়ে দেখি পূব পিরিশিখরে,  
বেন স্বর্ধকারের গলানো সোনা কে কেলোচে উল্টে  
নে সোনার জল লেগেছে অরসোর শিরে  
বলুলিরে উঠেত আমলকীর চুড়া।

আগনের শিখা ছড়িয়ে গেল দিনভরে  
সে মহোৎসবে বোম্ব বিস্ফোটে গাল মাটি ।  
রক্তরাঙা পলাশের অপরিস্রব দানি-শা  
বিকপত্র অনেকমণ্ডরীর উজ্জ্বলতা ।

এ নীলিমেত রাত্রিরে উঠলো আবার চিত্র  
এই দৃশ্যক্ষেপে দেখলুম আজ নব সূর্যোদয় ।

## ছড়া, প্রেম ও মহাকাল

বিক্রম দে

১  
স্বপ্ন আমার কবিতা ।  
অমাবস্তার বেলাদি ।  
শোকবিলসর নিঃসঙ্গীন  
মাধবস্বনীয় পবিত্রা ।

২  
ভ্রমর আমার খেঁচার ঘাড়ী বৈতরণীর পার ।  
কাণ্ডারীহীন বাসুকাবেলায় দৃষ্টি ঘুরিছে ঘুরে ।  
ভ্রমরে আমার জুবান গো প্রায় বাতাসের হাছাকাষ ।

৩  
দিনগুলি মোর তুলে' নিলে অকলে ।  
বাসুচরচারী দৃষ্টিতে করে স্যাম্বিথের খাতা ।  
স্মৃতিও চাও ?

৪  
আবশের বায়াকলে  
ভাসীবনধীষি ভ্রমর সুখর কল্লোলে অবিরাম ।



## ভবিষ্যৎ।

৭

কেনিকা ! তোমার খয়কানো চোখে চমকিছে বরাভয় ।  
আগ্রেবে তব অজবিহীন ক্রতোকৃতের শেষ ।  
তোমাতেই করি মন্তমরণে জয় ।

৩

মহাকাল আত্ম প্রসারিল কর ঘোর দক্ষিণ করে ।  
ভীক দুর্ভল মন !  
দৈবের হাতে হাত বেঁধে দাঁড়ায় মরণের পরপারে ।  
দর্শনমর্শণ ।

৪

হেলেনের প্রেমে আকাশে বাতাসে স্বপ্নার করতাল ।  
চুলোকে ফুলোকে দিশাহারা দেবদেবী ।  
রজনীগন্ধা মলিত আশার কাল রজনীর কণ্ঠে ।  
বৈশাখী মেঘ মেঘের হয়েছে হৃদয় পশনকোণে ।  
কুকর্মেতে উড়িছে হাজার স্বপ্নচক্রেয় ধূলি ।  
অশ্রুসোখুনি জুবে সেল খর মস্তক কোলাহলে ।

৫

ধোঁরাঘেমে ঠেলে নীলমেঘ, নীলে কালো মেঘেরে তিড় ।  
 মেঘে মেঘে আত্ম তিচ্ছা জীবনের দিন হল একাকার ।  
 বিদ্রোহ নেতে পূরবীর্ষ্যগহাতে, বজ্রও ছিল জ্বল ।  
 এলোমেলো পাখা কাপটি তবুও কথাগুলি গুঞ্জে তার ।  
 জাতি তোমার নিরে যায় যদি বৈতরণীর পার,  
 আধার ক্রান্তি কাকে মেঘে উপহার ?  
 ভগ্ন মস্তক অনহীনতার কোথায় সে প্যাণ্ডার ?

স্বর্ধ্যালোকের ধারায় জেগেছে জীবনের অঙ্গুর ।  
 আশ্রয়ানের উৎসেই জানি উজ্জীবনের আশা ।  
 অস্বর্ধ্যালোকে বন্দী, দুয়ারী ! তোমাতৈই খুঁজি তাষা ।  
 সময়ের বলি নড়েকছিন্ন, বিন্দুতিকীট কাটে ।  
 প্রাণোপসনার পূজারী তাই শু তোমার পরণ মাগি ।  
 প্রাণহত্যা ব্রহ্মবাদে চল ষ্ট্রবের মাঠে ও বাটে ।  
 কুসর আকাশে ঊষর হয়েছ মরণের আনাগোনা ।  
 বেলেনের নুকে শব্দাধনার বিজ্ঞান ফায় নেই ।  
 আশার ছব্ব-ঘটাকানে শু জীবনের আরাধনা ।

## কবিতা

১

ঝানি, ঝামি এই অসাড়চক্রে চক্ৰঘণ ।  
কুটনোছুটে বলি নাক তাইকরা ।  
কেনিভা, আমার প্রচণ্ড আত্মলতা  
জীবনের মোতে বিদিশা বিদ্রমণ ।

৮

টমের প্রাচীর তম্বুর কেন ? কোন্ হেলেনের  
অদম্ব কপের প্রগর আবেগে বিপুল বিশ্ব হাওয়াল দিশা ?  
লোকোত্তর এ কপসী কেন বা লোকোত্তর এই মরণ-ভয়া ?

৯

সোনালি হাসির স্বরণ। তোমার গুণধরে ।  
প্রাণকুরঙ্গ অঙ্গে এনেছে চপল দাড়া ।  
মুখর সে গান ছিঁড়ে গেল আজ বহু কাল ।  
হাল্কাহালির জীবনে কি এল কসলের কাল ?

এই ভবে জোরবেলা ।  
হে কুহিনাড়িনী শিউলি আমার  
কোনো সাধনা নেই ?

## কবিতা

রজনীগন্ধা বিয়েছিলে সেই ঘায়ে ।  
আজো তারা কোটে বেধি  
মহির অধীর রাতের শান্ত কুল—  
রজনীগন্ধা সে জানে না বুঝি গাপ ।

১০

কালের বিরাট অট্টহাসিত ছায়া  
চেঁকে মিল চেঁকে তোমারও মরণযাত্রা ।  
হে মাতঙ্গিনী, মহাপুত্রের হৃদে  
তুড়ি দিবে বাই তোমারও প্রবল মুখে ।  
দুঃখপ্রেমও প্রেম করে নি এ আশা ।  
শত্রুশিবিরে কটীর নীষির চোখের মুখের  
ওদীতহুয় এই বিবস্ত্র ভাষা ।  
হে গ্রীকনাগর, ঈষকে হারালে আজই ।  
তুমি ভেবেছিলে উদ্ধার করে' বেবে ।  
উদ্ধার আজো হয় নি ক মোর ফল ।  
লোকায়ত্ত মোর যেজ্ঞানকে লেগে  
বর্ণা তোমার হৃদে' গেল খান্ খান্ ।

## কবিতা

অসাপবিত্ত বুদ্ধি আমার অসাবির ।  
অত কবিত্ত অত কৰ্ণে কৃত্যকার মোর নশ্বাচার ।  
একজন পান্ঠাতা মাগি না । মন কুবার ।

১১

পাহাড়ের নীল একাকার হল দূসর মেঘের মোতে  
পাঁচসাহাড়ের নীল ।  
বাতাসেরা সব বাসার পালাল মেঘের মুষ্টি হতে ।  
অত নিখর পাঁচসাহারের বিল ।

১২

তুমি চলে' গেলে মরণ-মারীচ মায়ারীত তাকে মুকবশির গুটায়বে ।  
তারপরে এল রণমহনে দুঃখবিশেষের নারী ।  
কালো সন্ধ্যায় বিল বেঁচে যায় দুটি  
—মরণ তোমার নামে আবেশে গরবারি ।

## মহামারা ও পৃথিবী

বেশচল্ল বাগচী

তুমি মা'কে মহামারা ব'লে জানলে

তা'র ছায়া'কে জব কব'বে কি ক'রে ?

কতুতে কতুতে মাসে মাসে ব'সবে ব'সবে

প্রতিদিনের প্রতিমূহুর্তে তা'র নিঃশব্দ আহ্বান তুমি শুন্তে পাও না কি ?

সে যে তোমার মা ।

তোমার মা'র সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদ ঘটেছিল

—সে বিচ্ছেদ বেন নাড়ীছেদনের বেদনার যত ।

সেই মা'কে তুমি আবার পেয়েছ—

আঁখিরেঁদে মিউলিহুনের দৌরতে ।

বিল্লীর কঙ্করে, অসংখ্য প্রাণীর বিচ্ছিন্ন কোলাহলে,

এই অতিবৃহৎ পৃথিবীর বিচ্ছিন্ন অজুয়গনে

তোমার মা তোমাকে আবার দেখা দিয়েছেন ।

ফনে ছয়, আকাশ বেন নীল চানোয়া

পূর্বা বেন পূর্বা নহ—সে একটা আলোর কালর ।

## কবিতা

স্বপ্নে নীলসামুদ্রে যে চাঁদ শুভে,  
যমের হৃদ, সে যেন আর কারো দৃষ্টি  
• শিখ, দিয় সে চাহনি,  
কত অশ্রু, কত অশ্রুস্রবের পার থেকে সে জোয়ার  
দিকে চেয়ে আছে ।

## কিপলিঙ ও হাউসম্যান

কোনো-কোনো কবি আছেন যেন তাঁর যেনের কাব্যপ্রবাহের মোড় কেমনে। আত্মাশে থাকে অনেক সামাজিক শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সেগুলো যেনের লোকের মনে সাধারণভাবে ছড়িয়ে থাকে—কবি হঠাৎ তার স্বপ্ন পূরে পান। বে-হ'জন ইংরেজ কবির সঙ্গতি দৃষ্ট হলে, তাঁরা দু'জনেই এই স্রেষ্ঠ, যদিও আর কোনো বিষয়েই তাঁদের মিল নেই। কিপলিঙ ও এ. ই. হাউসম্যানের বিংশ শতাব্দীর ইংরেজি কবিতার দু'জন্য, এ-কথাটা এতদিনে পুরোনো হ'য়ে গেছে। উভয়েরই আবির্ভাব উনবিংশ শতকের শেষের দিকে। সে-সময়ে ইংরেজি কবিতা, হাইনসনের 'অনুপ্রাণ' গড়াপত্তি ঘাচ্ছিল। হঠাৎ কিপলিঙের কণ্ঠে বাজলো নতুন স্বর, অকৃত্রিম কবিতার এক অপূর্ণ পথ বলে দিলে 'এ অনুপ্রাণ' লাভ' নামক অতি কৃত কাব্যগ্রন্থ। 'লান্ট্রি লোডেমন্' নামক ঐ স্বল্প আকাশেবধি বিস্তীর্ণ কাদা এবং কবিতার প্রকৃতি দখলে একটি প্রবন্ধ—হাউসম্যানের সময় মনো এম বেপি নব। তবু তিনি ইংলণ্ডের একজন প্রধান কবি হ'লেই বিবেচিত হবেন; এত অল্প দিনে এত গভীর ও ব্যাপক প্রভাব ছর্নচ প্রতিকার পরিচয়। তাঁর জীবনদর্শন—জীবনের সর্বশেষ অনিত্যতা ও অর্থহীনতা দখলে গভীর বেগনাবোধ—এটা বিংশ শতাব্দীর অনেক প্রসিদ্ধ কবিরাই বিশেষত্ব। এদিকে কিপলিঙের হুঃসাধন, তাঁর কল্পনামিত ছন্দের বেগবান ধ্বনি আর তাঁর লোকের শক্তিও প্রবলভাবেই সংক্রামিত হলে, পরবর্তী ইংরেজি কবিতার। এটা পরবর্তীত্বের প্রতি অসম্মানসূচক নয়; কথটা এই যে বিশেষভাবেই যেটা এটা বিংশ শতাব্দীর বাস্তব সৈন্য প্রবাহ ফুটেছিলো এই দুই কবির রচনায়। প্রকৃতিক মাহুৎ অত করেছে, তারই তাঁর আনন্দ কিপলিঙের কবিতায়, ইংরেজের সাম্রাজ্য-স্থাপনের কথটা তারই একটা অংশমাত্র। অকৃত্রিম, প্রকৃতির উপর এতদূর জরী হ'য়েও মাহুৎ দৃষ্টা, কব ও পরিবর্তনের দান, এত স্ব'রেও যে মাহুৎ জরী হ'লো না, ব্যাক তাঁর সমস্ত আরো জটিল হ'য়ে উঠলো, এরই বাবা হাউসম্যানের অতি সরল অতি কৃত রচনাগুলির মূলে। দুটোই এ-দুগের কথা। এখন যেন হলে কিপলিঙের উদ্যম ছুটিটা অনেকটা বেশার মতো, তার প্রকৃতিক কেটে এসেছে—এরই-মতো। কিন্তু হাউসম্যানের প্রত্যন্ত বিষয়তা দিন-দিনই আরো গভীর হ'য়ে থাকবে মাহুৎ মনে, কেননা কখনই তাঁর জীবন আরো বেশি জটিল হ'য়ে উঠবে, জ্ঞান বিচিত্র সর্বকার আন্দোলনে আরো শরী হবে তাঁর মৌল বার্থতা।



## কবিতার পাঠক

সাহিত্যের সকল রূপের মধ্যে কবিতাই পাঠকের কাছে থেকে সব চেয়ে বেশি দাবি করে। কবিতা বলে 'অন্ন, ধরে' নিতে হয় অনেকখানি। অনেক সময় কবিতার কথাগুলো নির্দিষ্ট কোনো ব্যবস্থাই দেয় না; কিংবা যে-ব্যবস্থা দেয় সেটা অস্বাভাবিক ভুল। কিন্তু সেই কয়েকটি কথার পারস্পরিক সংযোগনাই হয় এমন যে মোটের উপর ফলটা হয় অলৌকিক; মনে হয় এমন একটা-কিছু বলা হ'লো বা চিবকালের। যেমন ধরা যাক :

সুখ্যয়েতে দুটি এলো, কাপসা নাছপালা

আমার কাছে এ-গল্পটি অপূর্ণ হুমকি কবিতা। কিন্তু এতে যে-ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে সেটা নিতান্তই সাধারণ, এর মধ্যে কোনোই মহান ভাব নেই, জীবন সম্বন্ধে গভীর কোনো যুক্তব্য নেই। এমনিতে দেখতে গেলে কথাতুলোর অর্থ বিশেষ কিছুই নয়। তবু এই ক'টি কথা ঠিক এইভাবে সাজানো হয়েছে বলে' তারা অনেক-কিছুই বলে, অসংস্কৃত কিছু বলে। কেবে যেভাবে গেলে মনে হবে, কথাতুলো তাদের গভী হাড়িয়ে গেছে, হ'লে উঠেছে কতগুলো কনিষ্ঠ রূপক-চিহ্ন। বেশ পর-পর কতগুলো ছড়ি বসানো হ'লো, তার উপর ঘিছে আর হ'লে

## কবিতা

‘আমরা চলে’ এলায় কল্পনার চিরন্তনতা। এই ধরনের পংক্তি আমাদের কল্পনাকে মুক্ত করে, আর-কিছুই করে না।

কবি মন্ত একটু আত্মসংকল্পে, বাকি অনেকটা ‘আমরা ধরে’ নিলাম; এই যোগাযোগে হ’লো কবিতার পার্থক্য। কিন্তু এই যোগাযোগ কি সফল হয়েছেই হয়? না যদি হয়, মোহ দেবো কায়? কবিতা, না পাঠকের? বিশেষ একজনের পাঠকের অন্তরেই কবিতা, এ-কথা হলো কি অসম্ভব? না কি কবিতার পাঠক ‘তৈরি’ করা যায়?

আমি অনেকদিন অবাক হয়েছি এই ভেবে যে কবিতা খেতে আমি ক্ষেত্রকর্ম গভীর আনন্দ পাই, মন্ত অনেকেই তো সে-কর্ম পার না। একা তারা যে অবসরভর্যে অনিশ্চিত বা সুলচিত তা কখনোই নয়। এমন লোক তো আশে-পাশে আমরা কতই দেখতে পাই যারা সত্যি শিকিত, বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান, কিন্তু কবিতা তারা পড়তে চান না কি পড়েন না কি পড়লেও তা থেকে বিশেষ-কিছু গ্রহণ করতে পারেন না। অথচ স্থানিক একটা প্রধান অঙ্গ কাব্যসংগ্রহণ এ-কর্ম একটা সত্যিকার নিষ্ঠাই কোনোখানে আছে, নয় তো বিভাগগুলিতে কাব্যপাঠ আবশ্যিক হ’তো না।

বিভাগগুলিতে যা-ই হোক, প্রকৃত কাব্যসংগ্রহণ—অন্তত উচ্চতর কবিতার সংগ্রহ—বিশেষ একজনের পাঠকের অন্তরে। পৃথিবীতে তালো

## কবিতা

কবির সংখ্যা অল্প, ভালো পাঠকের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। এ-পর্যন্ত, অল্পত, কবিতার ইতিহাস এই দু'কমই সাক্ষ্য দেয়। একটা কথা 'আছে, কবি হ'য়ে অজ্ঞাতে হয়, কবিতার পাঠক হ'তেও অজ্ঞাতেই হয় হয়-তো। এটা মনের একটা বিশেষ বৃত্তি : তার থাকে না, তার থাকে না। যেমন অনেকে বর্ণিত হ'য়ে অজ্ঞাত, তেমনি অনেকে অজ্ঞাত কবিতা-বিহীন হ'য়ে—কৃষ্ণের বিষয় দ্বিতীয় স্ত্রীর সংখ্যা চের চের বেশি। কবি বার-বার আমাদের কল্পনাকেই স্পর্শ করেন, তাই খানিকটা কল্পনাপ্রসূত থাকতেই হবে পাঠকের। তারপর শিক্ষা, চর্চা ও সংস্কৃতির কালে কবিতা উপভোগের কমতা ক্রমান্বয়ে ব্যাপক ও গভীর করে' তোলা যায়, এ-কথা বলাই বাহুল্য।

এইরূপে যদি খালি হ'তো তাহ'লে ভাবনা ছিলো না। কিন্তু আমরা কোথায় হয় কথা আছে। সে-কথাটা এই যে সমস্ত মানুষের মনেই কবিতা-প্রীতি, অত্যন্ত ব্যাপকভাবে বর্তমান—এক সেটা আমরা শিক্ষা কি বুদ্ধিসাধনেই নয়—তার অনেক প্রমাণ আমরা পেতে পারি। কবিতা না-বলে' হৃদয় বলা ভালো। নিকিটে কীক দিকে-দিকে একই 'হৃদয়ের শব্দ' পুনরাবৃত্তি মিটারেই যদি চাকের বাজনা নব্বইর তাহ'লে আমাদের মন তাতে সাড়া দেবেই। এটা মানুষের মতো এমনই স্বাভাবিক যে একটা প্রকৃতি বসলেও কোথায় হয় না। এইরকমের শব্দ শুনেই আমরা

## কবিতা

জানোবানি, তাকে স্নেহ লাগবে হয়, বনে নাতি আসে, এবং মনের  
হৃদয়ঃখ প্রকৃতি প্রকাশ করতে চাইলে ঐকম নব যাত্রাই যেন সব  
চেয়ে ভালো হয়। শিশু গুণগুণ গান না-কখনো ঘুমোবে না, কুটি  
পড়লেই ছোটো ছেলে চোঁচিয়ে ছুঁকা মাগুকাবে, মাতি নৌকো বাইতে-  
বাইতে গান করবেই, হর করে' চীৎকার না-কখনো কোনো জারি  
খিনিস ঠেলাই হবে না। এই হর-করে'-বল। কথার অতি আশ্চর্য ও  
বিচিত্র ক্ষমতা, এবং জীবনের সকল উপলক্ষ্যেই এর ব্যবহার আছে,  
এটা মানুষের বয় পুরোনো আবিষ্কার। যুদ্ধে কি বিবাদে, কালে কি  
উৎসবে এই হর না-হ'লে মানুষের কখনো চলেনি। তাই সকল দেশের  
সাধারণ মানুষের মধ্যেই এত বিচিত্র ছুঁকা-গানের ছড়াছড়ি। (অন্যতাদের  
আজি-কিছুই নেই; কিন্তু এই হর করে' চীৎকার তাদেরও অজানা)

তবুও বলেন, এখানেই মানুষের কবিতার উৎস। এখান থেকে  
যুগ করে' কল্পলোকের হৃদয় চুঁকা পর্য্যন্ত উঠেছে মানুষের কবিতা।  
এই ছন্দটা হচ্ছে আদিম ও প্রাথমিক বাণী, এর প্রত্যেক নকল মানুষের  
উপরেই সঞ্চার। এক হাজার সৈন্য তালে-তালে না কেলে চলে' গেলে  
আমার মন যেমন ঝুঁচে উঠবে, ঠিক তেমনি নাচবে একটি শিশুর কি  
একটি চাষার মন। এখান থেকে আমাদের সকলেরই যাত্রারত। এখন  
কে কতদূর পৌছতে পারবে সেটাই জটিল।

শিশুকালে আমাদের গ্রাম দকলের কান্ধাই হুঁক-মিলের কর্মকর্তা নিতালো গাঙ্গে। তার মানেই এ নয় যে বড়ো হ'লে আমরা সবাই কায়রনিক হবো। আমরা সকলেই হু-তো এক বরণের নিকা পেয়েছি, সকলেই আমরা বুদ্ধিমান ও কটিস-বু, বহু-ক্রমেত সবে-সবে মনের স্বাধোপা পরিণতি হ'লো দকলেরই—কিন্তু কবিতা ভালোবাসার বৃত্তি সকলের সমান বিকশিত হ'তে দেখা গেলো না। যদি মনজনে নেয়া যায়, তার মধ্যে হু-তো যাত্র একজন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রবেশ করতে পারলো, চারজন পৌছলো সত্যোজ্জ্বল হু-পথ, আর বাকি পাঁচজন হ'লো হু-কবিতা সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন, নহ-এমন সব 'কবি'র তত্ত্ব বাহের নাম এখানে উল্লেখ না-করাই ভালো মনে করলুম (যদিও অল্প এখানে ধরে' নিচ্ছি যে কোন্ কবি ভালো আর কোন্ কবি কম ভালো সে-বিষয়ে আমার পাঠকরা আমার সঙ্গে মোটামুটি একমত।)

উপরক্যুট ক্রটিটা যে নেহাথি আত্মমাত্রিক নয়, একটু এদিক-ওদিক তাকালেই আমরা তা বুঝতে পারবো। কবিতা হু-অল্প লোক পড়ে বলে' প্রথম দৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে আসলে বোধ হু-তা নয়। কবিতা পড়ে অনেকেই, তবে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিভিন্ন শ্রেণীর কবিতা পড়ে। এ-কথা বলতে আমার একটুও দুঃখ নেই যে বাঙালীদেশে রবীন্দ্রনাথের কবিতা খুব বেশি প্রচলিত হু-না—'কথা ও কাহিনী' যাহ

দ্বিধা (এক 'কথা ও কাহিনী'ও যে ছড়িয়েছে তার কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের  
কলা, বিখ্যাত অভিনেতাদের আকৃতি এবং ও-রচনাকল্পের আবৃত্তিযোগ্যতা)।  
সত্যের দৃষ্টি ও নজর ইত্যাদির প্রচার অনেক বেশি। এমন কি,  
সাধারণ মানসিকতার পৃষ্ঠায় যে-দৃষ্টি বিনেয় টুটোং বেয়েছে, তার পাঠকের  
সংখ্যাও নেহাৎ অল্প নয়। এর বেশির ভাগই হচ্ছে কবিতা নয়, কিন্তু  
সমস্ত তা নয়, অল্প কবিতার দ্বারা বেশি। 'কবিতা' পড়বার  
কৌশল অনেক লোকের মধ্যেই আছে। তবে এমন কেউ হয় যে লক্ষ্যেই  
রবীন্দ্রনাথ পড়তে ভালোবাসে না। অধিকাংশের আকর্ষণই কেন নিকটের  
দিকে। এর সব চেয়ে সোজা উত্তর অবশ্য এই যে, খতাবাই সকলের  
মধ্যেই ছিন্নি থাকে না, যে-কৃষ্ণের সাহায্যে ভালো ও মন্দ কবিতা  
উপভোগ করা যায় সেটাই অনেকের মধ্যে অপ্রচলিত, এবং এ-কথাটা  
অল্পেই যেনে নেহাৎ বোধ হয় ভালো। অধিকাংশ মানুষের মনের  
রচনাই এমন যে কিছু জাতিই পড়া না-হ'লে সেখানে কোনো ছায়াই  
পড়বেই। অন্যতর কবিতা তাদের অল্প রচনার দ্বারা একটি ছায়া  
ও বিকৃত আকাঙ্ক্ষাই যেটান সে-বিধেই সন্ধান নেই।

কিন্তু এ-উত্তরে মনে সম্পূর্ণ সন্তোষ হ'তে চায় না। এটা ব'লে মিথ্যা  
যে ভালো কবিতা উপভোগ করা ভালো জিনিস, এবং কোনো-সময়ে  
যত বেশি লোক সেটা করে, ততই তার পক্ষে মঙ্গল। যাকে সম্পূর্ণ

## কবিতা

আট বলে তার উদ্দেশ্য কখনোই সম্ভব নয়, কিন্তু সাধারণভাবে কটির বিকাশ ঘটানো হয়-তো যায়। সেই উদ্দেশ্যে অনেক সমালোচকের লেখনী নিয়োজিত হয়েছে ও হচ্ছে। কখনো-কখনো একটা সেনের কটি নষ্ট হ'লে যেতে থাকে। আবার কখনো সাধারণ কালচারের তত্ত্ব এত উচুতে ওঠে যে ভালো কবিতা অনেকেরই অনিগম্য হয়। নির্বোধ কি সুখের কথা বলছি না, কবিতার নাম শুনেই যে নাক শিটকোয় তার কথাও নয়—কিন্তু সাধারণরকম শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান, সাধারণরকম কাব্যপ্রিয় মানুষ তেমনি কোনো কটি ও সংস্কৃতির আবহাওয়ায় যে উপকৃত না-হ'তে পারে তা নয়। যে-বুঝি দিয়ে ভালো কবিতার উপভোগ সেটার উদ্দেশ্য তার মধ্যে হ'তে পারে। এটা প্রমাণ দ্বারা নিশ্চয় হয়েছে এমন কথা জোর করে বলবার উপায় নেই, সম্ভাবনা হিসেবেই বলছি। সম্ভাবনাটাও সকলের পক্ষে নয়, কারো-কারো পক্ষে। তবু তৈরি করা যায় না, কিন্তু অঙ্কুল অঙ্কুরে কবিতার পাঠক তৈরি হ'তে পারে। ভালো পাঠকের সংখ্যা অল্প কিছু বাড়ানো যেতে পারে, এবং ভালো পাঠক বহু বেশি হয়, কবির ও কবিতার পক্ষে ততই ভালো।

‘কবিতা’ শব্দটির সমস্ত ছিট-পত্র ১২ বোমেন ফির রোজ্জি অম্বাঙ্গীপুর, কলিকাতা এই প্রকাশ্যে প্রেরিতব্য।

‘কবিতা’ প্রতি সংখ্যা বিতরণিত প্রকাশ্যে প্রাপ্য।

এম. সি. সরকার এও সঙ্গ : ১৫ কলেন কোয়ার

ডক্টর প্রভাকর এও কো : ১১ কলেন কোয়ার

ডি. এম. লাইব্রেরি : ৩২ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট

কলিকাতার প্রায়করা এম. সি. সরকার এও সঙ্গ-এও ‘কবিতা’ ব্যক্তি দ্বারা জমা দিতে পারেন।

সম্পাদক : সুধেন্দ্র বসু : প্রেসমেন ফিল্ড : সহকারী সম্পাদক : সমর সেন  
৭১১নং বিজ্ঞাপন স্ট্রিট, ঈশ্বরীবাড়ি প্রেস হাউসে প্রত্যাহত হবার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্ৰেয়শ্ৰী মিত্র

প্রদীপ্ত

প্রথম

দাম দেড় টাকা

বিষ্ণু দে

প্রদীপ্ত

উর্বাশী ও আর্টেমিস

দাম এক টাকা

বুদ্ধদেব বসু

প্রদীপ্ত

বন্দ্যোপাধ্যায়

দাম দুই টাকা

বুদ্ধদেব বসু

প্রদীপ্ত

পৃথিবীর পথে

দাম এক টাকা

শ্ৰী আধুনিক কবি

শ্রীমতী প্রমীলা গুপ্তা



সুখের সংসার নিজের  
হাতেই গড়তে হয়



কোনো কোনো সংসার নিরানন্দ—যেন সেখানে আগ্নেয়গিরি। কোনো সংসার আহার হাদি-বুদী আনন্দে উজ্জল। আনন্দের সংসার যেহেতুই গড়ে তোলে।

যে দয়ালু স্ত্রী স্বামীকে পারিবারিক অবস্থাকে আনন্দময় করে তুলতে চায় সে বাড়ীতে আমন্ত্রণ করে এমন লোক ঘরের দরজা তার স্বামী তালো লাগে। সবচেয়ে ভালো নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে চায়ের নিয়ন্ত্রণ। তৃপ্তিকর এক পেয়াদা তালো চা সামনে থাকলে আলাপ জমে ওঠে; বাড়ীতে ছুটতা ও অকৃতকতার হাওয়া বয়। এই আনন্দের পাত্রই প্রতিদিন নতুন লোকেদের সঙ্গে বোপাযোগ্য ঘটায়। বাড়ীতে যদি চায়ের দয়ালি না থাকে, আজ কেবল তা হক ককন।

### চা প্রস্তুত-প্রণালী

চাটুকা জল ফোটান। পরিষ্কার পাত্র গরম জলে ধুয়ে নেয়ুন।

প্রত্যেকের জন্য এক এক চামচ তালো চা আর এক চামচ বেশী দিন। জল কোটা ঘাত্র চায়ের ওপর ঢালুন। পাচ মিনিট ক্রিয়তে দিন; তারপর পেয়াদা চলে ছুদ ও চিনি মেশান।



দশজনের সংসারে একমাত্র পানীয়—স্বাস্থ্যসীল চা